প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা

[বাংলা]

مناهج أولية في العلوم الشرعية

[باللغة البنغالية]

লেখক : আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার

تأليف: أبو الكلام أزاد أنوار

সম্পাদনা : নুমান বিন আবুল বাশার

مراجعة : نعمان بن أبو البشر

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض

প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা

أولا
عقيدة كل مسلم

প্রথম অধ্যায়
মুসলিম আকীদাহ

প্রথম পাঠ الوحدة الأولى

ইসলামের রুকনসমূহ أركان الإســـلام

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري : ৮

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা, রমযান মাসে সিয়াম পালন করা।

হাদীসের শিক্ষা ما يتعلق بالحديث

ইসলামের রুকন সমূহ	أركان الإســـلام
১- এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।	١- شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.
২- সালাত কায়েম করা।	٢- إقام الصلاة.
৩- যাকাত আদায় করা।	٣- إيتاء الزكاة.
৪- হজ করা।	٤- الحج.
৫- রমযান মাসে সিয়াম পালন করা	٥- صوم رمضان.

ইসলামের সংজ্ঞা : ب- معنى الإســلام

معنى الإســلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

ইসলাম হচ্ছে : মনে-প্রাণে আলণ্ঢাহর একাত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া, ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা ও শিরক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

কালিমায়ে শাহাদাতের অর্থ : ج- معنى الشهادتين

١- معنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله.

১- লা ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু এর অর্থ হচ্ছে : আলণ্ঢাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই।

٢- معنى محمد رسول الله : لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

২- মুহাম্মদুর রাসূলুল- াহ এর অর্থ হল: রাসূলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম ব্যতীত অনুসরণযোগ্য আর কোন নেতা নেই।

د- راوي الحديث: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من كبار الصحابة وقد روى أحاديث كثيرة.

বর্ণনাকারী : তিনি আব্দুলণ্ঢাহ বিন উমর বিন খাত্তাব রা. যিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এবং বহু হাদীস বর্ণনাকারী।

পাঠ সারাংশ ও শিক্ষা :

১- ইসলামের রূকন পাঁচটি। এগুলো ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।		1- أركان الإسلام خمسة لا يتم الإســلام إلا بها.
২- ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কালিমা : এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল- াহ তাআলা ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম আল- াহর রাসূল।		٢- كلمة الدخول في الإســلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
৩- মুসলিম সালাত কায়েম করে এবং এ ব্যাপারে অলসতা করে না।		٣- المسلم يقيم الصلاة ولا يتكاسل عنها.
৪- মুসলিম যাকাত আদায় করে। এ থেকে বিরত থাকে না।		٤- المسلم يؤدي الزكاة ولا يتخلف عنها.

৫- বাইতুলণ্ঢাহ পর্যন্ড় পৌঁছতে সক্ষম ব্যক্তির উপর হজ করা ফরয।		٥- الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
৬– মুসলিম রমযান মাসে সিয়াম পালন করে।		٦- المسلم يصوم رمضان.
৭– আব্দুল- াহ বিন উমর একজন সাহাবী। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।		٧- عبد الله بن عمر بن الخطاب من الصحابة، وقد روى أحاديث كثيرة.
৮– ইসলাম আমাদেরকে আলণ্ঢাহর আনুগত্য ও একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের নির্দেশ দেয় এবং অবাধ্যতা ও শিরক থেকে বারণ করে।		٨- الإســلام يأمرنا بطاعة الله وتوحيده وينهانا عن معصيته والإشراك به.

ঈমানের র্উকনসমূহ : أركان الإيمان (ب)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل، فقال : يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث والآخر (أخرجه البخاري : ٥٠ ومسلم ك ٩)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম একদিন জনসমক্ষে আসলেন। ঠিক তখনই এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলুল- াহ! ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান হচ্ছে : আলণ্ঢাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তার সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং মৃত্যুর পর পুনর্উত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীস শিক্ষা : ما يتعلق بالحديث

ঈমানের রূকন ছয়টি : ا- أركان الإيمان ستة وهي

১ . আলণ্ঢাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		١- الإيمان بالله
২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٢- الإيمان بالملائكة
৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٣- الإيمان بالكتب.
৪. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٤- الإيمان بالرسل.
৫. কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন		٥- الإيمان باليوم الآخر.
৬. তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٦- الإيمان بالقدر خيرة وشره.

ب- معنى الإيمان : التصديق الجازم بوجود الله، والإقرار بربوبيه وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

ঈমানের অর্থ: আল- াহ তাআলার অস্ড়িত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং তার প্রভুত্ব, উপাসনা ও তাঁর নির্ধারিত নাম ও গুণসমূহ স্বীকার করে নেয়া।

পাঠ সারাংশ ও শিক্ষা

১- ঈমানের র ুকন ছয়টি, এগুলো ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।		١- أركان الإيمان ستة لا يتم إلا بها
২– আল- াহর অস্ড়িত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং স্বীকৃতি প্রদান অত্যাবশ্যক।		٢- الإيمان بوجود الله والإقرار به واجب .
৩– ফেরেশতাদের অস্ড়িত্ব এবং তারা নূর দ্বারা সৃষ্ট, এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন।		٣- الإيمان بوجود الملائكة وأنهم خلقوا من نور.
৪– সকল ঐশী গ্রন্থের প্রতি ঈমান।		٤- الإيمان بجميع الكتب السماوية.
৫– আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম সহ পূর্ববর্তী সকল রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٥- الإيمان بجميع الرسل السابقين ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
৬– তাকদীরের ভাল–মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٦- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره.
৭– কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।		٧- الإيمان باليوم الآخر.
৮– ঈমান হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি, আন্ড়রিক বিশ্বাস এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আমলের সমষ্টি, যা আনুগত্য ও ‘ইবাদতের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় আর পাপাচারের মাধ্যমে হ্রাস পায়।		٨- الإيمان إقرار باللسان وإعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح ولأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

প্রথম পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الأولى

١- اختر الإجابة الصحيحة وضع تحتها خطّاً.

১- সঠিক উত্তর নির্ণয় করে নীচে দাগ দাও :

ইসলামের রুকন : পাঁচটি / ছয়টি / তিনটি		أكان الإســلام : خمسة / ستة / ثلاثة.
ঈমানের রুকন : তিনটি / পাঁচটি / ছয়টি		أركان الإيمان : ثلاثة / خمسة / ستة.
মুসলিম কায়েম করে : যাকাত/ সালাত/ সিয়াম		المسلم يقيم: الزكاة/ الصلاة / الصوم.
মুসলিম আদায় কর : সালাত/ যাকাত/ সিয়াম		المسلم يؤدي: الصلاة/ الزكاة/ الصوم
আব্দুল- াহ বিন উমর : সাহাবী / তাবেয়ী / তবে তাবেয়ী		عبد الله بن عمر من: الصحابة / التابعين / تابع تابعين

٢- صل من العمود الأول مع يناسبه في المعمود الثاني.

(١)		(٢)
الإسلام هو :		الإيمان إقرار باللسان وأعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الإيمان هو :		الإستسلام والإنقياد لله تعالى.
راوي حديث أركان الإيمان :		عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
معنى لا إله إلا الله :		لا متبوع بحق إلا رسول الله.
راوي حديث أركان الإسلام :		أبو هريرة رضي الله عنه.
معنى محمد رسول الله		لا معبود بحق إلا الله.

২। ১ম অংশে উলেণ্টখিত বাক্যের সাথে ২য় অংশের সঠিক ও উপযুক্ত বাক্য যুক্ত কর :

(১)		(২)
ইসলাম হচ্ছে :		মৌখিক স্বীকৃতি, আন্ড়রিক বিশ্বাস এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আমলের সমষ্টি, যা আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় আর অবাধ্যতা ও পাপাচারের মাধ্যমে হ্রাস পায়।

ঈমান হচ্ছে :		আল- াহ তাআলার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা।
আরকানুল ঈমানের হাদীস বর্ণনাকারী :		আব্দুল- াহ বিন উমর রা.
লা ইলাহা ইল- াহু এর অর্থ:		রাসূলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ব্যতীত অনুসরণযোগ্য আর কোন উপযুক্ত নেতা নেই
আরকানুল ইসলামের হাদীস বর্ণনাকারী :		আবূ হুরাইরা রা.
মুহাম্মাদুর রাসূলুল- াহ এর অর্থ :		আল- াহ তাআলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।

ج ـ أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات أعلا :

নিম্ন লিখিত শব্দসমূহ থেকে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করা :

- الإسلام ـ شهادة أن لا أله إلا الله ـ محمدا رسول الله ـ الصلاة وإيتاء ـ وصوم رمضان ـ أبي هريرة ـ يوما ـ رجل ـ يا رسول الله ـ بالله ـ ملائكته ـ كتابه ـ لقائه ـ البخاري : ৮
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ـ على خمس : ــ وأن ــــ ، وإقام ــــ ، ــــ الزكاة والحج ، ــــ رواه ـــــ.
- عن ــــ رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ــــ بارزا للناس ، فأتاه ـــ، فقال ـــ ، ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن ــــ ، و ــــ ، ــــ و ــــ ، ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر ـــ الحديث. أخرجه البخاري : ৫০ ومسلم : ৯.

দ্বিতীয় পাঠ : الوحدة الثانية

তাওহীদ– সংজ্ঞা ও প্রকার : التوحيد: معناه وأنواعه (১)

معنى التوحيد هو : إفراد الله بالربوبية و الألوهية وكمال الأسماء والصفات.

সংজ্ঞা: আলণ্ঢাহ তাআলাকে প্রভুত্ব, উপাসনা, গুণ ও সত্তাগত নামের উৎকর্ষে একক বলে মেনে নেয়া।

তাওহীদ তিন প্রকার : أنواع التوحيد ثلاثة

১. توحيد الربوبية وهو : توحيد الله بأفعاله سبحانه.

১–তাওহীদুর র‍ুবূবিয়্যাহ : অর্থাৎ আলণ্ঢাহ তাআলাকে নিজ কর্মে এক বলে স্বীকার করা।

مثل الخلق ، فلا خالق إلا الله.

যেমন: খালক বা সৃষ্টি করা : সুতরাং আলণ্ঢাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62): (الزمر : 62)

"আল- াহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্ম বিধায়ক।" (সূরা আয–যুমার : ৬২)

والرزق: فلا رازق إلا الله.

রিযিক দান করা, সুতরাং আলণ্ঢাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন রিযিক দাতা নেই। আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.(هود: 6)

"আর পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আলণ্ঢাহরই।' (সূরা হুদ: ৬)

والتدبير : فلا مدبر إلا الله.

তাদবীর বা পরিচালনা করা: সুতরাং আলণ্ঢাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক নেই। আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السجدة : 5)

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ড় সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" (সূরা সাজদাহ : ৫)

ولا محي ولا مميت إلا الله.

এবং আলণ্ঢাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন জীবন ও মৃত্যু দানকারী নেই।
আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন :

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (سورة يونس: 56)

"তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা ইউনুস : ৫৬)

٢ ـ توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي أمرهم بها. مثل الدعاء، والخوف ، والتوكل، والإستعانة، والإستغاثة، فلا ندعو إلا الله.

২– তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: তা হলো আলণ্ঢাহ তাআলার নির্দেশিত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বান্দা আলণ্ঢাহকে এক জানবে। যেমন : দু'আ, ভয়, তাওয়াক্কুল, সাহায্য প্রার্থনা এবং ফরিয়াদ করা। সুতরাং আমরা আলণ্ঢাহ ব্যতীত কাউকে ডাকি না এবং কারো নিকট দু'আ করি না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (سورة عافر : 60)

“তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেব।” (সূরা গা ফির : ৬০)

ولا نتوكل إلا على الله :

আর আমরা কেবল আল- াহর উপরই ভরসা করি, তিনি বলেন :

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (سورة المائدة : 23)

“ তোমরা আলণ্ঢাহর উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মু’মিন হও।” (সূরা মায়িদা : ২৩)

ولا نستعين إلا بالله :

এবং আমরা আল- াহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি, আলণ্ঢাহ বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة : ٥)

‘আমরা একামাত্র আপনারই ‘ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।” (সূরা ফাতিহা : ৫)

٣ـ توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، والتي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله على الحقيقة.

৩– তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলা হয় : কুরআন ও সহীহ হাদীসে আলণ্ঢাহ তাআলার যে সকল নাম ও গুণ তিনি নিজে অথবা তাঁর রাসূল উলেণ্ঢখ করেছেন, সেগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

وأسماء الله كثيرة، منها: الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، العزيز، الحكيم، العليم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، البارئ، المصور، العزيز، الخالق.

আলণ্ঢাহ তাআলার নাম অনেক : যেমন– রহমান, রহীম, সামী, বাসীর, আযীয, হাকীম, ‘আলমি, মালিক, কুদ্দুস, সালাম, মুমিন, মুহাইমিন, বারী, মুসাওবির, খালেক। ইরশাদ হচ্ছে-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) (سورة الحشر : 22-24)

“তিনিই আলণ্ঢাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন। তিনি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু। তিনিই আলণ্ঢাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্িড় ও নিরাপত্তাবিধায়ক, আশ্রয়দাতা, পরাক্রমশালী ও প্রবল মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে শরীক স্থির করে আলণ্ঢাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আলণ্ঢাহ সৃজন কর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম

নামসমূহ তারাই। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা হাশর : ২২-২৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) (سورة الشورى : 11)

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্ব শ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা - ১১)

ومن صفاته : العلم، والرحمة، والعزة، والحياة، والمغفرة، والإرادة، والقهر والسمع، والبصر وغيرها كثيرة مما ورد في القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

তাঁর গুণসমূহ : যেমন- ইলম, রহমত, ইযযত, জীবন, ক্ষমা, ইচ্ছা, ক্রোধ, শ্রবণ, ও দর্শনসহ অনেক যা কুরআন ও হাদীসে বর্নিত হয়েছে।

পাঠ সারাংশ ও শিক্ষা : نستخلص ونتعلم من الدرس ما يلي

১- তাওহীদ তিন প্রকার। তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।	١- أنواع التوحيد ثلاثة هي : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
২- একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, অধিকর্তা বেং ব্যবস্থাপক।	٢-الخالق والرازاق والمالك والمدبر هو الله وحده.
৩- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ করব না। একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপরই তাওয়াক্কুল করব এবং একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব।	٣- لا أدعو غير الله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أستعين إلا بالله.
৪- আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব না।	٤- لا أطلب العون إلا من الله.
৫- মুসলিম আল্লাহর নিকট দু'আ করে, তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁকে ভয় করে।	٥- المسلم يدعو الله ويتوكل عليه ويخاف منه.
৬- আল্লাহ তাআলার গুণাবলি একমাত্র তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এগুলো সৃষ্টি জীবের গুণাবলি সদৃশ নয়।	٦- صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته وليست كصفات المخلوقين.
৭- মুসলিম আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করে।	٧- المسلم يثنى على الله بأسمائه صفاته.

আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা : الله خالق كل شيء

কবিতা : نشيد

من أنزل الأمطارا   وفجر الأنهارا

وأنبت الأزهارا   تزخرف الجبال؟!

من زين السماء   وجمل الفضاء

وأرسل الضياء   ليرسم الظلال؟!

من أنطق اللسان   وأسمع الأذانا

وعلم الإنسان   وأبدع الجمال؟!

ذاك العظيم في علاه   من أبدع الكون سواه؟!

(ওরে) কে নামাল বারিধারা
নির্ঝরিণীর স্রোতধারা
কে ফুটাল কুসুম রাজি
যে সাজাল ভূধরগিরি।
ঊর্ধ্বলোকের অলংকরণ
মহাশূন্যের শোভা বর্ধন
কে পাঠাল দীপ্তি প্রভা
চিত্রণ করতে বিশ্ব ছায়া।
কে শেখাল ভাষাজ্ঞান
সৃজন করল শাবক কান
মানুষ করল জ্ঞানবান
আনল ধরায় রূপ-নাম
মর্যাদাবান তিনি অতীব মহীয়ান
করবে কে সৃজন
তিনি ভিন্ন এ বসুন্ধরা দীপ্যমান?

শিরক : সংজ্ঞা ও প্রকার الشرك : معناه وأنواعه (ب)

أ ـ الشرك هو : جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، بأن يدعو مع الله غيره، أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة :كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغيرها.

শিরক বলা হয়, র‍ুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আলণ্ঢাহ তাআলার অংশীদার স্থাপন করা। যেমন, আলণ্ঢাহর সাথে অন্য কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা। অথবা জবেহ, মান্নত, ভয়, আশা, মুহাব্বত, তাওয়াক্কুল সহ যাবতীয় 'ইবাদতের যে কোন একটি আলণ্ঢাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নিবেদন করা। শিরক নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে আল- াহ তাআলা বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (سورة المائدة : 72)

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আলণ্ঢাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আলণ্ঢাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদা : ৭২)

শিরক দুই প্রকার : ب ـ الشرك نوعان

١ـ شرك أكبر يخرج من الملة كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين والخوف من الموتى أو الجن والشياطين ورجاء عير الله.

১– শিরকে আকবর বা বড় শিরক : যা সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। যেমন : গাইর‍লণ্ঢাহর নিকট দু'আ করা। জ্বিন শয়তান ও কবর জাতীয় গাইর‍লণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে জবেহ, মান্নত ইত্যাদির মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা। জ্বিন শয়তান অথবা মৃত ব্যক্তিদের ভয় করা, গাইর‍লণ্ঢাহর নিকট কিছু আশা করা।

٢- شرك أصغر، وهو لا يخرج من الملة وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت والرياء.

২- শিরক আসগর বা ছোট শিরক : এটি সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে না। তবে শিরকে আকবর পর্যন্ড় পৌঁছার মাধ্যম। যেমন : গাইর‍লণ্ঢাহর নামে শপথ করা। ما شاء الله وشئت (তুমি এবং আলণ্ঢাহ চাহেতা) জাতীয় কথা বলা, রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত।

أمور يجب الحذر منها والإبتعاد عنها:

কতিপয় বিষয় যা থেকে সতর্ক থাকা জর‍ুরি :

١- تعليق التمائم والحروز على الرقبة أو اليد أو الرجل أو الجسم بغرض الشفاء شرك.

১– আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গলা, হাত, পা বা শরীরের যে কোন স্থানে তা’বীয–কবচ ইত্যাদি ঝোলানো শিরক।

وعن عقبة بن عامر مرفوعا : من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد

উকবাহ বিন আমির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ঢাহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি তা’বীয ঝুলায় আলণ্ঢাহ তাআলা যেন তার উদ্দেশ্য পুণ্য না করেন। আর যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষারথে শঙ্খ, কড়ি ঝুলায় আলণ্ঢাহ যেন তাকে শান্ড়িতে না রাখেন। (আহমদ)

وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.

অন্য একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি তা’বীয ঝুলায়, সে শিরক করে।

٢- وضع أصباغ أسود على جبهة الطفل بقصد رد العين وحمايته شرك.

২– কুদৃষ্টি (অনিষ্ট) থেকে হিফাযতের জন্যে শিশুদের কপালে কালো তিলক আঁকা শিরক।

٣- إتيان المنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم شرك.

৩- যাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা শিরক।

في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

সহীহ মুসলিমে রাসূলুলণ্ঢাহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং তার বক্তব্য বিশ্বাস করে তার চলিণ্ঢশ দিনের সালাত কবুল হবে না।

٤- دعاء غير الله من الأموات والأحياء شرك.

৪– জীবিত বা মৃত কোন গাইরুলণ্ঢাহর নিকট দু‘আ করা শিরক।

٥- التمسح بالقبور وتقديم القرابين لها شرك.

৫– বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কবর স্পর্শ করা, উপঢৌকন উপস্থাপন করা শিরক।

পাঠ সারাংশ ও শিক্ষা : نستخلص ونتعلم من الدرس ما يلي

১- শিরক একটি বড় গুনাহ।	١- الشرك من أعظم الذنوب
২- শিরক নেক আমল বিনষ্ট করে	٢- الشرك يحبط العمل.
৩- শিরক সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করায় এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে।	٣- الشرك يدخل صاحبه النار ويحرمه من الجنة.
৪- শিরক আক্রান্ড় মুশরিককে আলণ্ঢাহ ক্ষমা করবেন না।	٤- المشرك لا يغفر الله له.

৫- তাবীয– কবচ শিরক।	৫- التمائم والحروز شرك.
৬- গাইরুল্লাহর নিকট দু‘আ করা শিরক।	৬- دعاء غير الله شرك
৭– কবর ছোঁয়া, মৃত ব্যক্তিদের নিকট দু‘আ এবং সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া শিরক।	৭-الذهاب إلى القبور بقصد التمسح بها ودعاء الأموات والاستعانة بهم شرك.
৮- উপকার এবং অনিষ্টকারী একমাত্র আল-াহ ত‘আলা। অনুরূপভাবে দাতা ও প্রতিরোধকারীও একমাত্র আল্লাহ তাআলা।	৮- النافع هو الله والضار هو الله، والمعطي هو الله والمانع هو الله.
৯- গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র আল-াহ তাআলাই জানেন।	৯- الذي يعلم الغيب هو الله وحده.

দ্বিতীয় পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الثانية

১- صل كل عبارة من العمود (أ) مع ما يناسبها من العمود (ب)

(ب)		(১)
• توحيد الله بأفعال العباد :		• توحيد الربوبية :
• توحيد الله بأفعاله.		• توحيد الألوهية :
• العلم ، القدرة ، الإرادة.		• من أسماء الله تعالى:
• السميع، الرحمن ، الملك.		• من صفات الله تعالى :
• من صفات المؤمنين.		• المسلم يثني على الله :
• بأسمائه و صفاته.		• التوكل على الله والخوف منه ودعاؤه:
• لا يخرج من الملة ويفضي إلى الأكبر.		• الشرك الأكبر :
• يخرج صاحبه من الملة ويخلد في النار.		• الشرك الأصغر

১।(ب) কলামে উলেণ্টখিত সঠিক বাক্যটি (أ) কলামের বাক্যের সাথে যুক্ত কর।

(أ)	(ب)

* তাওহীদুর র‍ুবূবিয়্যাহ :	* ইবাদত ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল-াহ তাআলাকে তার সকল কর্মে এক বলে স্বীকার করা।
* তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ :	* আল-াহ তাআলাকে তার সকল কর্মে এক বলে স্বীকার করা।
* আল-াহ তাআলার সত্তাগত কিছু নাম :	* ‘ইলম, কুদরত, ইরাদাহ
* আল-াহ তাআলার গুণগত কিছু নাম :	* সামী, রহমান, মালিক
* মুসলিম আল-াহ তাআলার প্রশংসা করে :	* মু’মিনের গুণাগুণ।
* আল-াহর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাকে ভয় করা এবং তার নিকট দু’আ করা :	* তার নাম ও গুণসমূহের মাধ্যমে।
* শিরকে আকবর বা বড় শিরক :	* দ্বীন থেকে বের করে না, তবে বড় শিরক পর্যন্ড় পৌঁছে দেয়।
* শিরকে আসগর বা ছোট শিরক :	* সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে এবং অনন্ড় কালের জন্যে জাহান্নামী বানায়।

২- أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية :

২– নিম্নে বর্ণিত উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

شرك	الذنوب	العمل	النار
শিরক	গুনাহ	নেক আমল	জাহান্নাম

১- উপকার ও আরোগ্য লাভের জন্য তা’বীয কবচ ধারণ করা ...... ।	١-تعليق التمائم والحروز للنفع والشفاء....
২– কুদৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার্থে শিশুর কপালে কালো তিলক অঙ্কন করা ..... ।	٢- وضع أصباغ أسود على جبهة الطفل لرد العين.....
৩- যাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হওয়া এবং তাকে বিশ্বাস করা.... ।	٣- إتيان الكهان والمنجمين والسحرة وتصديقهم......

৪– গাইরুল্লাহর নিকট দু‘আ করা..... ।	৪- دعاء غير الله ....
৫– শিরক জড়িত ব্যক্তিকে প্রবেশ করায়.... ।	৫- الشرك يدخل صاحبه.........
৬– শিরক বিনষ্ট করে..... ।	৬- الشرك يحبط.............
৭– শিরক একটি বড় ...... ।	৭- الشرك من أعظم

৩৩- ضع خطا تحت ما يماثل الكلمات في العمود (أ) في عبارات السطر المقابل لها.

* الذبح والنذر لغير الله شرك.	* شرك
* الذي يعلم الغيب هو الله.	* الغيب
* التوكل والنذر لله من أنواع العبادة.	* العبادة
* المسلم لا يطلب العون إلا من الله.	* العون
* المسلم يثني على الله بأسمائه صفاته.	* يثني
* الشرك من أعظم الذنوب.	* الشرك

৩। (أ) কলামের উলেণ্টখিত শব্দের অনুরূপ শব্দ যা (ب) কলালের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে তার নীচে দাগ দাও।

(أ)	(ب)
শিরক	গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে জবেহ ও মান্নত করা শিরক।
গায়েব	একমাত্র আল- াহ তাআলাই গায়েব জানেন।
‘ইবাদত	আলণ্টাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং তার উদ্দেশ্যে মান্নত করা একটি ‘ইবাদত।
সাহায্য	মুসলিম একমাত্র আল- াহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।
প্রশংসা	মুসলিম একমাত্র আল- াহ তাআলার নাম ও সিফাতের মাধ্যমে তার প্রশংসা করে।
শিরক	শিরক একটি বড় গুনাহ।

৪- ما الفرق بين التوحيد والشرك؟

৪– তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি?

৫- اكتب في دفترك واحفظ نشيد (الله خالق كل شيء).

৫- الله خالق كل شيء (আলণ্ঢাহ্ তাআলা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা) নামক কবিতাটি তোমার খাতায় লিখে মুখস্থ কর।

তৃতীয় পাঠ : الوحدة الثالثة

তিনটি মূলনীতি : الأصول الثلاثة

তিনটি মূলনীতি হচ্ছে :

١- معرفة العبد ربه :

প্রথম মূলনীতি : বান্দা তার রব বা প্রতিপালক সম্পর্কে জানবে

فإن قيل من ربك؟ أقول: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحة)

যদি প্রশ্ন করা হয় তোমার রব কে? আমি বলব: আমার রব আলণ্ঢাহ্ যিনি আমাকে সমগ্র বিশ্ব জগৎকে স্বীয় কর“ণা দ্বারা প্রতিপালন করেন। তিনিই আমার মা’বুদ তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা’বূদ নেই।

দলিল: “আল- াহ তাআলার বাণী : সমস্ড়প্রশংসা আল- াহরই জন্যে যিনি সমস্ড় বিশ্বজগতের রব।”(সূরা ফাতিহা : ২)

وإن قيل بم عرفت ربك؟ أقول : بآياته ومخلوقاته: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.

যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় কীসের মাধ্যমে তুমি তোমার রবকে জানলে?

আমি বলব: (আমি আমার রবকে জেনেছি) তাঁর নিদর্শনসমূহ ও সৃষ্টি রাজির মাধ্যমে। তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি ও চন্দ্র-সূর্য, আর তার সৃষ্টি জগতের মধ্যে রয়েছে সপ্ত নভোম−ল ও ভূম−ল আর যা কিছু এর ভিতরে এবং যা কিছু এত দু ভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে।

আল- াহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) (سورة فصلت : 37)

“আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্র-দিন ও সূর্য-চন্দ্র, তোমরা চন্দ্র-সূর্যের কাউকে সাজদাহ কর না। সাজদাহ কর শুধু সেই আলণ্ঢাহকে যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে তারই ‘ইবাদত করে থাক।” (সূরা হা-মীম সাজদাহ-৩৭)

দ্বিতীয় মূলনীতি : শরয়ী প্রমাণাদি সহ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানা। এর কয়েকটি স্ড়র রয়েছে।

দ্বীনের স্ড়র তিনটি : مراتب الدين ثلاثة

(١) الإســلام: وهو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

(১) ইসলাম হচ্ছে: মনে– প্রাণে আলণ্ঢাহর একাত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া, ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা ও শিরক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

(٢) الإيمان: وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالي.

(২) ঈমান হচ্ছে : আলণ্ঢাহ তাআলার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং আলণ্ঢাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের ভাল–মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(٣) الإحسان وهو : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

(৩) ইহসান হলো : তুমি এমনভাবে আলণ্ঢাহর ‘ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও তবে তিনিতো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) (سورة البقرة : 112)

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আলণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎ কর্মশীল, তার জন্যে তার পালন কর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্ড়িতও হবে না। (সূরা বাকারাহ: ১১২)

٣- معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أرسله الله إلى الناس كافة وخاتم النبيين.

তৃতীয় মূলনীতি: বান্দা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম) সম্পর্কে জানবে। তিনি– মুহাম্মদ বিন আব্দুলণ্ঢাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। হাশিম কুরাইশ বংশোদ্ভুত। কুরাইশ আরবের একটি সম্ভ্রান্ড় বংশ। আরবগণ ইবরাহীম খলীলুলণ্ঢাহর পুত্র ইসমাইলের বংশধর। আলণ্ঢাহ তাআলা তার ও আমাদের নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করম্নন। আলণ্ঢাহ তাআলা তাকে সমগ্র মানবজাতির নিকট শেষ নবী করে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورة الأعراف : 158)

“(হে নবী!) আপনি বলুন, হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আলণ্ঢাহর প্রেরিত রাসূল।” (সূরা আল আ‘রাফ : ১৫৮)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) (سورة الأحزاب : 40)

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নান; বরং তিনি আলণ্ঢাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আলণ্ঢাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।” (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

خصائص الرسالة المحمدية

রিসালাতে মুহাম্মাদিয়ার বৈশিষ্ট

١- هي خاتمة الرسالات السماوية السابقة، قال تعالى:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) (سورة الأحزاب : 40)

১- এটি পূর্ববর্তী সকল ঐশী রিসালাতের সমাপনকারী: আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন : “মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নান; বরং তিনি আলণ্ঢাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আলণ্ঢাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।” (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

٢- ناسخة لرسالات السابقة. قال تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) (سورة آل عمران : 85)

২- পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিতকারী : আলণ্ঢাহ তাআলা বলেন : ‘যে লোক ধর্ম হিসেবে ইসরাম ব্যতীত অন্য কিছু তালিম করে কখনও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ড়।’ (সূরা আল ‘ইমরান : ৮৫)

قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেছেন, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, উম্মতের ইয়াহুদী, খৃস্টান যেই আমার সম্পর্কে শুনল, অতঃপর আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করল সেই জাহান্নাম বাসী হবে। (মুসলিম)

٣- عامة للثقلين : الجن والإسن

৩- এ রিসালাত জ্বিন মানব সকলের জন্যে ব্যাপক।

পাঠ সারাংশ ও শিক্ষা : نستخلص من الدرس ونتعلم ما يلي

১- দাসত্ব শুধু এক আলণ্ঢাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট।	١- العبودية لا تكون إلا لله وحده.
২- বান্দা স্বীয় রবের পরিচয় তার নিদর্শনা বলী ও সৃষ্ট জগতের মাধ্যমে লাভ করে।	٢- العبد يعرف ربه بآياته ومخلوقاته.
৩– ‘ইলম হচ্ছে : যুক্তি প্রমাণ সহ আল- াহ তাআলা, স্বীয় নবী এবং দ্বীন ইসলামের পরিচয় লাভ করা।	٣- العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإســلام بالأدلة.
৪– ‘ইলম অনুযায়ী ‘আমল করা, দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং এ পথে কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব।	٤- يجب العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه.
৫– মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী নেই।	٥- محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي بعده.
৬– দ্বীন ইসলাম পরবর্তী সকল ঐশী রিসালাতের রহিতকারী।	٦- دين الإســلام ناسخ لجميع الرسالات السماوية السابقة.
৭– রাত–দিন এবং চন্দ্র– সূর্য আল- াহ্‌র নিদর্শণাবলীর অন্যতম।	٧- الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله.
৮– সপ্ত নভোম-ল ও ভূম-ল এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে আর যা এত দু ভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে সবই আলণ্ঢাহ্‌র সৃষ্ট জগতের অšড়র্ভুক্ত।	٨- السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما من مخلوقات الله.
৯– মুসলিম পূর্ববর্তী সকল ঐশী রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে। তবে রিসালাতে মুহাম্মাদিয়া ব্যতীত অন্য কোন রিসালাতের আনুগত্য করে না।	٩- المسلم يؤمن بجميع الرسالات السماوية السابقة ولا يتبع إلا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

তৃতীয় পাঠ পর্যালোচনা : تقويد الوحدة الثالثة

١- اختر الإجابة الصحيحة من الفقرة (ب) مع ما يناسبها من الفقرة (أ)

(أ)	(ب)
١- يعرف العبد ربه	بآياته.
	بمخلوقاته.

السؤال	الخيارات
	بآياته ومخلوقاته.
৬- من آيات الله	السماوات.
	الشمس
৭- الإحسان.	الإستسلام والانقياد.
	التصديق الجازم.
	أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
8. المسلم يؤمن	بجميع الرسالات السابقة ولا يتبع إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
	بالرسالات السابقة ويتبعها.
	برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقط

(ب) অংশের সঠিক উত্তরটি (أ) অংশের সাথে সাজিয়ে লিখ।

(أ)	(ب)
বান্দা তার রব সম্পর্কে জানবে :	তাঁর নিদর্শনের মাধ্যমে
	তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে
	তাঁর নিদর্শন ও সৃষ্টির মাধ্যমে
আল- াহ তাআলার নিদর্শনসমূহ থেকে :	সপ্ত আকাশ
	সূর্য
ইহসান অর্থ :	আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা
	অটল বিশ্বাস
	তুমি 'ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ তবে তিনি তোমাকে দেখছেন।
মুসলিম বিশ্বাস স্থাপন করে :	পূর্বেকার সকল নবীদের রিসালাতের উপর এবং অনুকরণ করে শুধু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর রিসালাতের।
	আগেকার নবীদের উপর এবং তাঁদেরই অনুকরণ করেন।
	শুধুমাত্র মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর রিসালাতের উপর

(٢)ما هي الأصول الثلاثة؟

২। তিনটি মূলনীতি কি ?

(٣) ما هي مراتب الدين؟

৩। দ্বীনের স্ড়রসমূহ কি ?

(٤) أكتب في دفترك معنى : الإسلام- الإيمان.

৪। তোমার খাতায় ইসলাম ও ঈমানের সংজ্ঞা লিখ।

(٥) هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة أم خاصة؟ وما الدليل؟

৫। আমাদের নবীর আগমন সমগ্র বিশ্বের জন্য নাকি শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য? প্রমাণ দাও।

ثانيا
مبادئ في الفقه

দ্বিতীয় অধ্যায়
মসায়েল শিক্ষা

প্রথম বর্ষ : مقرر السنة الأولى

প্রথম পাঠ . الوحدة الأولى

ওযুর বিবরণ : الوضوء وما يتعلق به قبله وبعدة

ইস্তেঞ্জার আদবসমূহ ঃ آداب قضاء الحاجة

১- أن لا يستصحب شيئا فيه اسم الله.

১- আলণ্ঢাহর নাম আছে এমন কোন জিনিস সাথে না রাখা।

২- البعد والإستتار عن الناس لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة.

২- লোক চক্ষুর আড়ালে, দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া যাতে মানুষ কোন প্রকার শব্দ বা দুর্গন্ধ না পায়।

৩- التسمية والاستعاذة عند الدخول لحديث أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة.

৩- টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে বিসমিলণ্ঢাহ ও দুআ পড়া।

দলীল : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে নিগোক্ত দু‘আ পড়তেন–

بسم الله ، اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث.

৪- أن يكف عن الكلام مطلقا،

৪- সব রকম কথা বলা হতে বিরত থাকা।

৫- أن لا يستقبل القبلة.

৫- কিবলার দিক হয়ে না বসা।

৬- أن لا يبول في الماء الراكد أو الماء الجاري.

৬- আবদ্ধ এবং প্রবাহ মান পানিতে পেশাব না করা।

৭- মানুষ চলাচলের রাস্ড়া ও বিশ্রামাগারে পেশাব করা হতে বিরত থাকা।

৭- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم.

৮- নাপাকী দূর করার জন্য ঢিলা কুলূখ বা পানি ব্যবহার করা। তবে হাড় ব্যবহার করা যাবে না।

৮- الأستجمار حتى إزالة النجاسة بأحجار أو جامد أو ماء ويتجنب العظم.

৯- ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হতে বিরত থাকা।

৯- أن لا يستنجي بيمينه.

ওঐণু : والوضوء

والوضوء هو : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين.

ওঐণু হচ্ছে: পানি দ্বারা অর্জনযোগ্য পবিত্রতা যা মানুষের মুখমণ্ডল, দু'হাত, মাথা ও দু'পায়ের সাথে সম্পৃক্ত।

ওযুর শর্তাবলি : شروط الوضوء

১. মুসলিম হওয়া	١- الإسلام.
২. বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া।	٢- العقل.
৩. ভাল-মন্দ বিচার করার যোগ্যতা থাকা।	٣- التمييز.
৪. নিয়ত করা।	٤- النية.
৫. ওযুর পূর্বে নাপাকী দূর করা বা কুলুখ ব্যবহার করা।	٥- الإستنجاء أو الإستجمار قبله.
৬. পানি পবিত্র ও হালাল হওয়া।	٦- طهورية الماء وإباحته.
৭. শরীরে পানি পৌঁছতে বাধা দেয় এমন বস্তু দূর করা।	٧- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

ওযুর ফরযসমূহ فروض الوضوء

قال سبحانه وتعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة : 6)

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের ইচ্ছা কর, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্ত সমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর আর দু' পায়ের টাখনুসহ ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা : ৬)

من الآية الكريمة نستخلص فروض الوضوء :

আয়াতের আলোকে ওযুর ফরযসমূহ :

১। সমস্ত মুখ ধৌত করা।	١- غسل الوجه.
২। দু'হাত কনুই সহ ধৌত করা।	٢- غسل اليدين إلى المرفقين.
৩। মাথা মাসেহ করা।	٣- مسح الرأس.
৪। দু'পা টাখনু সহ ধোয়া।	٤- غسل الرجلين إلى الكعبين.
৫। ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।	٥- الترتيب.
৬। একের পর এক করে যাওয়া।	٦- الموالاة

ওযুর সুন্নাতসমূহ : سنن الوضوء

১। ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।	١- التسمية في أوله.
২। মিসওয়াক করা।	٢- السواك.
৩। দু'হাতের কব্জিসহ তিন বার ধৌত করা।	٣- غسل الكفين ثلاثة.
৪। তিন বার কুলি করা।	٤- المضمضمة ثلاثا.
৫। তিন বার নাকে পানি দেয়া।	٥- الإستنشاق والاسنثار ثلاثا.
৬। দাড়ি খিলাল করা।	٦ – تخليل اللحية.
৭। অঙ্গুলি খিলাল করা।	٧ - تخليل الأصابع.
৮। সমস্ত অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া	٨- عسل الأعضاء ثلاثا.
৯। কান মাসেহ করা।	٩- مسح الأذنين.
১০। ডান দিক থেকে শুরু করা।	١٠- التيامن.

ওযু ভঙ্গের কারণ : نواقض الوضوء

১। পায়খানা–পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।	١- كل ما خرج من السبيلين : القبل أو الدبر.

২। গভীর নিদ্রা।	٢- النوم المستغرق
৩। পাগল বা মাতাল হওয়া	٣- زوال العقل.
৪। লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।	٤- مس الفرج.

ওযুর শেষে দু‘আ . دعاء الفراغ من الوضوء

عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.

উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম বলেন : তোমাদের কেউ পরিপূর্ণরূপে ওঐণু করে নিম্নোক্ত দো’আ পাঠ করলে তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দওয়াুাই খুলে দেয়া হয়। যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

(মুসলিম)

প্রথম পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الأولى

١- اكتب في دفترك واحفظ آداب قضاء الحاجة.

১। তোমার খাতায় ইস্তেঞ্জার আদবসমূহ লিখ :

٢- بما ذا تعرف الوضوء؟

২। ওযুর সংজ্ঞা লিখ।

٣- صل من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من مجموعات الفقرة (ب)

(أ)	(ب)
١- من آداب قضاء الحاجة.	غسل الوجه. غسل اليدين إلى المرافقين. مسح الرأس
٢- من فروض الوضوء:	إن لا يستقبل القبلة. أن لا يبول في الماء الراكد أو الماء الجاري. أن يتجنب ظل الناس وطريقهم.
٣- من سنن الوضوء:	الإستنجاء أو الإستجمار قبله. طهورية الماء وإباحته. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
٤- من شروط الوضوء.	غسل الكفين ثلاثا. المضمضة ثلاثا. الإستنشاق والإستنثار ثلاثا.

৩। (ب) অংশের সঠিক উত্তরটি (أ) অংশের সাথে মিলাও :

(أ)	(ب)
ইস্তেঞ্জার আদব :	চেহারা ধৌত করা।
	দুই হাতের কনুই সহ ধৌত করা।
	মাথা মাসেহ করা।
ওযুর ফরয :	কিবলার দিকে মুখ করে না বসা।
	বদ্ধ পানি এবং প্রবাহ মান পানিতে পেশাব না করা।
	মানুষ চলাচলের রাস্ত্ম ও তাদের বিশ্রামাগারে পেশাব করা হতে বিরত থাকা।
ওযুর সুন্নাত :	নাপাকী দূর করা বা কুলূখ ব্যবহার করা্
	পানি পবিত্র ও হালাল হওয়া।
	শরীরে পানি পৌঁছতে বাধা দেয় এমন বস্তু দূর করা্
ওযুর শর্ত :	দুই হাতের কব্জি সহ তিনবার ধৌত করা।
	তিন বার কুলি করা।
	তিন বার নাকে পানি দেয়া।

٤- ماذا تقول عند فراغك من الوضوء؟

৪। তুমি ওযুর শেষে কি দু‘আ পড়বে?

দ্বিতীয় বর্ষ : مقرر السنة الثانية
দ্বিতীয় পাঠ : والوحدة الثانية

আযান : الأذان

تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.

সংজ্ঞা: নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা সালাতের ওয়াক্তের ঘোষণা দেয়াকে আযান বলা হয়।

فضله: عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة

আযানের ফযীলত:

মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন, নিশ্চয়ই মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামত দিবসে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। (আহমদ, মুসরিম ও ইবনে মাযাহ)

كيفية الأذان: تربيع التكبير الأول، وتثنية الباقي، وإفراد كلمة التوحيد، لحديث عبد الله بن زيد، أنه رأى رجلا يلقنه كلمات الأذان والإقامة، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمره أن يلقن بلال بن رباح فقال: فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك. (رواه أحمد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح.

আযানের পদ্ধতি: প্রথমে চারবার আলণ্ঢাহু আকবার, তারপর অন্য বাক্যগুলি দুই বার এবং সব শেষে একবার ‘লা–ইলাহ ইলণ্ঢাহ’ বলা্

প্রমাণ : আব্দুলণ্ঢাহ বিন যায়েদ রা. স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি তাকে আজান ও ইকামতের বাক্যগুলি শিক্ষা দিচ্ছেন, সকালে তিনি রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন ইনশাআলণ্ঢাহ। তারপর বেলাল বিন রাবাহকে বাক্যগুলি শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন এবং বলেন, এই বাক্যগুলি দিয়ে সে আযান দেবে। কারণ, সে তোমার চেয়ে উচ্চ আওয়াযের অধিকারী। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ এবং তিরমিযী)

আযানের বাক্যসমূহ : كلمات الأذان

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح
ألله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

ইকামাতের পদ্ধতি : صفة الإقامة

تثنية التكبير الإول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها.

শুরুতে এবং শেষে 'আলণ্টাহ আকবার' দুই বার, 'কদকামাতিসসালাহ' দুই বার আর অন্য সকল বাক্য একবার করে বলতে হবে। যেমন–

الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلا ة
قد قامت الصلاة
ألله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله.

সালাতের বিবরণ : الصلاة

الصلاة: هي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

সংজ্ঞা: সালাত এমন কিছু কথা ও কাজ বিশিষ্ট ইবাদতের নাম, যা তাকবীর দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়।

তাশাহুদ : التشهد للصلاة

التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. البخاري ومسلم.

দুরূদ পড়া : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البخاري مع الفتح : ৪০৮৭/৬

ফরয সালাতসমূহ : فروض الصلاة

ফরয সালাত পাঁচ ওয়াক্ত : فروض الصلاة خمسة

ওয়াক্ত	রাক'আত	العدد	الوقت
১। যোহর	চার রাক'আত	أربع ركعات	الظهر
২। আসর	চার রাক'আত	اربع ركعات	العصر
৩। মাগরিব	তিন রাক'আত	ثلاث ركعات	المغرب
৪। ইশা	চার রাক'আত	أربع ركعات	العشاء
৫। ফজর	দুই রাক'আত	ركعتان	الفجر

সালাতের ওয়াক্তসমূহ : أوقات الصلوات الخمس

وقت صلاة الظهر : يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. যোহরের সালাতের সময় : মধ্যাকাশ থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সাথে সাথে আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ড় বাকি থাকে।
وقت صلاة العصر : يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس. আসরের সালাতের সময় : আসলী ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছাড়ায় যখন তার সমপরিমাণ হয় তখন থেকে আছরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং তা সূর্যাস্ড় পর্যন্ড় বাকি থাকে।
وقت صلاة المغرب : إذا غابت الشمس ويمتد إى مغيب الشفق الإحمر. মাগরিবের সালাতের সময় : সূর্যাস্ড় থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ড়।
وقت صلاة العشاء : يدخل بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى نصف الليل. এশার সালাতের সময় : পশ্চিম আকশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া থেকে আরম্ভ হয় এবং অর্ধ রাত্রি পর্যন্ড় বাকী থাকে।
وقت صلاة الفجر : من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. ফজরের সালাতের সময় : সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্যোদয় পর্যন্ড়।

সালাতের সময় সম্পর্কিত হাদিস : حديث أوقات الصلاة

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب، ما لم يغب الشفق الأحمر ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.

আব্দুল- াহ বিন উমার রা. বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন, যোহর সালাতের সময় হল, যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে এবং মানুষের ছায়া দৈর্ঘ্যের সমান হয়। আর তা আসর সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ড়অব্যাহত থাকে। আসরের সময় সূর্য লাল হওয়া পর্যন্ড়। মাগরিব সালাতের সময় পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ড়। ‘ইশা সালাতের সময়, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ড়। ফযর সালাতের সময় সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ করে সূর্যোদয় পর্যন্ড়। (মুসলিম)

সালাতের শর্তাবলী : شروط الصلاة

১। মুসলমান হওয়া।	١- الإســـلام.
২। বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া।	٢- العقل.
৩। বাল–মন্দ বুঝার যোগ্যতা থাকা।	٣- التمييز.
৪। পবিত্রতা অর্জন করা।	٤- رفع الحديث.
৫। নাপাকী দূর করা।	٥- إزالة النجاسة.
৬। সাতর ঢাকা।	٦- ستر العورة.
৭। সময় হওয়া।	٧- دخول الوقت.
৮। কিবলামুখী হওয়া।	٨- استقبال القبلة.
৯। নিয়ত করা।	٩- النية.

সালাতের রুকনসমূহ : أركان الصلاة

দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।	القيام مع القدرة.
তাকবীরে তাহরীমা বলা।	تكبيرة الإحرام.
সূরা ফাতিহা পড়া।	قراءة الفاتحة.
রুকূ’ করা	الركوع.
রুকূ’ হতে উঠা।	الرفع منه.
রুকূ’র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।	الاعتدال بعد الركوع.
সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ করা।	السجود على الأعضاء السبعة.
সাজদাহ হতে উঠা।	الرفع منه.
দুই সাজদাহর মাঝখানে বসা।	الجلسة بين السجدتين.
সকল কাজ ধীর–স্থিরতার সাথে সমাপ্ত করা।	الطمأنينة في جميع الأفعال.
শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।	التشهد الأخير.
তাশাহুদের উদ্দেশ্যে বসা।	الجلوس له.
দুরূদ পড়া।	الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
দুই সালামে সালাত শেষ করা।	التسليمتان.

নামাযের সুন্নাতসমূহ : سنن الصلاة

দুই হাত উঠানো	رفع اليدين.
ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর অথবা নাভির উপর রাখা। এটা বিশুদ্ধ মত।	وضع اليد اليمينى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة على الأرجح.
সালাত শুর ‍ুর দু'আ পড়া, যেমন– اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد	دعاء الاستفتاح : اللهم باعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم.
শেষ বৈঠকে দুআ পড়া।	الدعاء في التشهد الأخير: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرة : ٢٠١)
সূরা ফাতিহার পর অতিরিক্ত কিরাআত পড়া।	قراءة ما زاد عن الفاتحة.
র ‍ুকু ও সাজদায় একবারের বেশি তাসবীহ পড়া।	ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود.
প্রথম তাশাহুদে এবং দুই সাজদাহর মাঝে ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বাস।	الجلوس على الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين.

সালাত ভঙ্গে কারণসমূহ : مبطلات الصلاة

الكلام العمد.	সালাতে ইচ্ছাকৃত কথা বলা।
الضحك.	অট্টহাসি দেয়া।
الأكل أو الشرب.	খাওয়া ও পান করা।
إنكشاف العورة.	সতর খুলে যাওয়া।
العبث الكثير المتوالي في الصلاة.	সালাতে বারবার অনর্থক কাজ করা।
إنتقاض الطهارة.	ওঐণু ভঙ্গ হওয়া।

দ্বিতীয় পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الثانية

١- صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب)

(أ)	(ب)
وقت صلاة الظهر.	من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس.
وقت صلاة العصر.	إذا غابت الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر.
وقت صلاة المغرب.	يدخل بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى نصف الليل.
وقت صلاة العشاء.	يدخل بصيرورة ظل الشئء مثله بعد فيء الزوال ويمتد إلى غروب الشمس.
وقت صلاة الفجر.	من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئء مثله.

১। (ب) অংশের সঠিক উত্তরটি (أ) অংশের সাথে মিলিয়ে লিখ :

(أ)	(ب)
যোহরের ওয়াক্ত :	সুবহি সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।
আসরের ওয়াক্ত :	সূর্যাস্ত থেকে লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।
মাগরিবের ওয়াক্ত :	লালিমা অদৃশ্য হওয়া থেকে শুরু হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত।
ইশার ওয়াক্ত :	ছায়া আসলী ব্যতীত বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া থেকে শুরু হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
ফজরের ওয়াক্ত :	সূর্য ঢলে পড়া থেকে শুরু হয়ে বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

٢- ضع الحكم المناسب إمام كل عبارة مما يلي:

২। খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি বসাও :

(من أركان الصلاةر من شروط الصلاةمن أركان الصلاة- من شروط الصلاة- من سنن الصلاة – من فروض الصلاة – من مبطلات الصلاة) .

- صلاة الظهر ....
- ستر العورة – دخول الوقت- استقبال القبلة – النية ....
- القيام مع القدرة – تكبيرة الإحرام – قراءة الفاتحة ....
- دعاء الاستفتاح – رفع اليدين ....
- إنكشاف العورة – العبث الكثير المتوالي في الصلاة – إنتقاض الطهارة ....

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : ৩- أكمل الفراغات التالية بما يناسبها

(التحيات .... والصلوات و .... السلام ....
أيها .... ورحمة الله و .... السلام ....
وعلى .... الله .... أشهد ....
وأشهد ....

৪- اكتب في دفترك واحفظ كلمات الأذان والإقامة.

৪। তোমার খাতায় সালাতের সময় সম্পর্কিত হাদীসখানা লিখে মুখস্থ কর।

৫। সালাতের সংজ্ঞা লিখ । ৫- ما معنى الصلاة؟

৬- اكتب في دفترك واحفظ كلمات الأذان والإقامة.

৬। তোমার খাতায় আযান ও ইকামাতের বাক্যসমূহ লিখে মুখস্থ কর।

৭- اكتب في ذفترك واحفظ الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد.

৭। তোমার খাতায় দুরূদে ইব্রাহীম লিখে মুখস্থ কর।

তৃতীয় বর্ষ : مقرر السنة الثالثة

তৃতীয় পাঠ : الوحدة الثالثة

সালাতের ফযীলত : فضل الصلوات

আল- াহ তাআলা বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ৪৫)

সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় সালাত মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে বলতে শুনেছি, বলত দেখি যদি কেউ তার বাড়ির সামনের নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা উত্তর দিলেন, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ড়। সালাতের দ্বারা আলণ্ঢাহ তাআলা সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

فضل صلاة الصبح و العصر
ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত :

عن أبي موسى رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه

আবু মূসা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : যে ব্যক্তি দু'টি ঠান্ডার সময়ের সালাত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফজরের সুন্নাতের গুর ত্ব : تأكيد سنة الصبح

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها. (وراه مسلم)

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : ফজরের দু' রাকাআত দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। (মুসলিম)

জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত : فضل صلاة الجماعة

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبغ وعشرين درجة. متفق عليه.

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : জামাআতে সালাত আদায় করা একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা মর্যাদার দিক দিয়ে সাতাশ গুণ বেশি উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

জুমুআর সালাত : صلاة الجمعة

জুমুআর সালাতের সময় : وقتها

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر أي بعد الزوال.

জমহুরে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মতে জুমুআর ওয়াক্ত আর যোহরের সালাতের ওয়াক্ত একই। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.

জুমুআর সালাতের পদ্ধতি : খুতবার পর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে।

জুমুআর সালাতের ফযীলত : فضل صلاة الجمعة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا. (رواه مسلم)

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে জুম‘আর সালাতে এসে চুপ থেকে খুতবা শুনে, তার এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী সময় এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কঙ্কর সরাল সে বাজে কাজ করল। (মুসলিম)

জুমুআর সালাতের সুন্নাত : سـنة الجمعة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا. (رواه مسلم)

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : যখন তোমাদের কেউ জুমুআর সালাত আদায় করে সে যেন তার পরে চার রাক‘আত সালাত আদায় করে। (মুসলিম)

ঈদের সালাত : صلاة العيدين

ঈদের সালাতের সময় : وقت صلاة العيد

من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال. قال به الشوكاني وابن قدامة ولم يخالف فيه أحد ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر.

সূর্য তিন মিটার পরিমাণ উপরে উঠা থেকে শুর“ করে পশ্চিম আকাশে, হেলে পড়া পর্যন্ড়। আল- ামা শাওকানী এবং ইবনে কুদামাহ্ এ মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। ঈদুল আজহার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম যাতে কুরবানী করতে অধিক সময় পাওয়া যায় এবং ঈদুল ফিতরের সালাত দেরী করে পড়া উত্তম যাতে সদকা ফিতর আদায় করতে বেশি সময় পাওয়া যায়।

ঈদের সালাতে আযান ইকামাত : الأذان والإقامة للعيدين

عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস ও জাবের রা. বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে আযান দেয়া হত না। (বুখারী ও মুসলিম)

ঈদের সালাতের পদ্ধতি : صفة صلاة العيدين

নিম্নের হাদীস দ্বারা আমরা ঈদের সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি।

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعد هما. أخرجه السبغة.
وللبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحي إلى المصلى إلى المصلى و أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظم ويأمرهم.

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্নিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ঈদের দিন দুই রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তার পূর্বে এবং পরে আর কোন সালাত আদায় করেননি।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সাঈদ রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেন, রসাল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। অতঃপর মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দিক– নির্দেশনা দিতেন এবং নসীহত করতেন।

ঈদের সালাতের তাকবীর: التكبير في العيدين

سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما لحديث عمر بن شعيب، وهذا أرجح الأقوال وإليه ذهب أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.

প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি আর উভয় রাকা'আতে তাকবীরের পর কিরাআত পড়া।

প্রমাণ : আমর ইবনে শুয়াইব রা. এর হাদীস এটিই সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য অভিমত। বিজ্ঞ সাহাবী তাবেয়ী ও ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন।

সালাতুল জানাযাহ: صلاة الجنازة

وقتها: متى حضرت وشروطها كباقي الصلوات إلا الوقت وأركانها النية وقراءة الفاتحة سراً، والقيام مع القدرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والدعاء بعد التكبيرة الرابعة للمسلمين ثم السلام.

সালাতুল জানাযাহার সময় : যখন লাশ উপস্থিত করা হয়।

সালাতুল জানাযাহর শর্ত : ওয়াক্ত ব্যতীত অন্যান্য সালাতের শর্তসমূহই এর শর্ত।

জানাযার সালাতের রূকনসমূহ : নিয়ত করা, নিচু আওয়াজে সূরা ফাতিহা পড়া, দাঁড়িয়ে নামায পড়া, নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর উপর দরূদ পড়া, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা, চতুর্থ তাকবীরের পর মুসলমানগণের জন্যে দু'আ করা, অতঃপর সালাম ফিরানো।

সালাতুল জানাযাহ আদায়ের নিয়ম : كيفيتها

يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وينوي ويشرع في قراءة الفاتحة في التكبير الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية والدعاء للميت في الثالثة والدعاء للمسلمين في الرابعة ثم يسلم.

মৃত ব্যক্তি পুর" হলে ইমাম সাহেব লাশের মাথা বরাবর এবং মহিলা হলে তার মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন, নিয়্যত করবেন এবং প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়বেন দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূলুলণ্ঢাহর উপর দর"দ পড়বেন তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবেন, চতুর্থ তাকবীরের পর মুসলমানদের জন্য দু'আ করবেন, অতঃ সালাম ফিরাবেন।

- ليس لصلاة الجنازة أذان ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود.
- জানাযার নামাযে কোন আযান ইকামত এবং র"কু সাজদাহ নেই।

পাঠ পর্যালোচনা ও শিক্ষা :نستخلص ونتعلم مما سبق ما يلي

١- الذي يصلي تنهاه صلاته عن كل قبيح ومنكر.

১। সালাত মানুষকে সকল প্রকার নিকৃষ্ট ও অশালীন কাজ থেকে বিরত রাখে।

٢-الصلاة تطهر قلب الإنسان.

২। সালাত মানুষের অন্ড়র পবিত্র করে।

٣- الصلاة تمحو الذنوب وسبب مغفرة الله للمصلي.

৩। সালাম গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।

٤- المداومة على صلاة الصبح والعصر تدخل صاحبها الجنة.

৪। ফজর ও আসর সালাতে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٥- السنة قبل الفجر لها فضل عظيم وخير من الدنيا وما فيها.

৫। ফজরের পূর্বেকার সুন্নতের মহা ফযীলত রয়েছে এবং তা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

٦- النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حرصا وتعهدا لها.

৬। নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ফজরের সুন্নতের প্রতি অধিক গুর ত্ব দিতেন।

٧- صلاة المسلم مع الجماعة في المسجد تزيد على صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة.

৭। বাড়িতে সালাত আদায়ের তুলনায় জামাআতে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।

٨- إداء صلاة الجمعة مع الإستماع والإنصات للخطبة سبب لمغفرة ما بين الجمعتين.

৮। মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনে জুমুআর সালাত আদায় করার মাধ্যমে মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

٩- مس الحصى أو غيرها والكلام يلغي الجمعة.

৯। কঙ্কর অথবা এ জাতীয় কিছু হটানো এবং কথা বলার কারণে জুমুআর সালাতের সাওয়াব বিনষ্ট হয়।

١٠- على المسلم أن يجلس في المسجد وعليه السكينة والوقار.

১০। মসজিদে গাম্ভীর্যতা ও স্থিরতার সাথে বসে থাকা উচিত।

١١- سنة الجمعة أربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة.

১১। জুমুআর ফরয আদায়ের পর মসজিদে চার রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নত।

١٢- ليس للجمعة سنة قبلها إلا ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس.

১২। জুমুআর পূর্বে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ ব্যতীত কোন সুন্নত নেই।

١٣- وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر بعد الزوال.
১৩। যোহরের ওয়াক্তই জুমুআর ওয়াক্ত, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।
١٤- صلاة الجمعة ركعتان بعد الخطبة.
১৪। খুতবার পর দুই রাকা'আত সালাতই জুমুআর সালাত।
١٥- وقت صلاة العيدين حين ترتفع الشمس ثلاثة أمتار، والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
১৫। সূর্য তিন মিটার পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের সালাতের সময় হয়। কুরবানী ঈদের সালাত তাড়াতাড়ি এবং ঈদুল ফিতরের সালাত দেরি করে পড়া সুন্নত।
١٦- صلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة.
১৬। ঈদের সালাত খুতবার পূর্বে দুই রাক'আত পড়তে হয়।
١٧- عدد التكبيرات في صلاة العبيد سبع في الأولى وخمس في الثانية.
১৭। ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা, প্রথম রাক'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি।
١٨- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة أربع.
১৮। জানাযার সালাতে তাকবীর চারটি।
١٩- صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة.
১৯। ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই।
٢٠- صلاة الجنازة ليس لها أذان ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود.
২০। জানাযার সালাতে আযান, ইকামত, রুকু' ও সাজদাহ নেই।

تقويم الوحدة الثالثة : তৃতীয় পাঠ পর্যালোচনা

١- أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية:
১। নিম্ন লিখিত শব্দসমূহের মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :
نهراً ــــ يغتسل ــــ درنه ــــ الصلوات ــــ الخطايا ــــ البردين ــــ الفجر ــــ الجماعة ــــ الفذ ــــ فأحسن ــــ فاستمع ــــ ثلاثة
١- أرأيتم لو أن .... بباب أحدكم .... منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من .... شيء؟ قالوا لا يبقى من درنة شيء؛ قال فذلك مثل .... الخمس يمحو الله بهن ....
٢- صلاة .... أفضل من صلاة .... بسبع وعشرين درجة . متفق عليه.
٣- من توضأ .... الوضوء ثم أتى الجمعة ...... وأنصت غفرله ما بينه وبين الجمعة وريادة .... أيام ومن مس الحصى فقد لغا. رواه مسلم.

‌د- صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب)

(أ)	(ب)
* الصلاة تمحو الذنوب وسبب	* تدخل صاحبها الجنة.
* المداومة على صلاة الصبح والعصر	* مغفرة الله للمصلي.
* صلاة المسلم مع الجماعة تزيد عى	* صلاة الجمعة.
* مس الحصى أو غيرها والكلام يلغي	* السكينة والوقار.
* على المسلم أن يجلس في المسجد وعليه	* صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة.
* وقت صلاة الجمعة	* هو حين ترتفع الشمس ثلاثة أمتار.
* وقت صلاة العيدين	* وقت صلاة الظهر بعد الزوال.
* صلاة الجمعة	* ركعتان قبل الخطبة.
* صلاة العيدين	* ركعتان بعد الخطبة.
* عدد التكبيرات في صلاة العيد	* أربع.
* عدد التكبيرات في صلاة الجنازة	* سبع في الأولى وخمس في الثانية.
* صلاة العيد ليس لها	* أذان ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود.
* صلاة الجنازة ليس لها	* أذان ولا إقامة.

২। (أ) অংশের বাক্যের সাথে (ب) অংশের উপযুক্ত বাক্য মিলাও।

(أ)	(ب)
সালাত গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং তা :	আদায়কারীকে জান্নাতে প্রবেশ করায়।
ফজর ও আসর সালাতে নিয়মানুবর্তিতা :	মুসল-ীর ক্ষমার কারণ।
মুসলিমের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা :	জুমুআর সালাতের সাওয়াব।
কঙ্কর বা এ জাতীয় কিছু হটানো এবং কথা বলা বিনষ্ট করে দেয়:	ঘরে আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।
মুসলিমের উচিত মসজিদে অবস্থান করা :	স্থিরতা ও গাম্ভীর্যতা সহকারে।
জুমুআর সালাতের সময় :	যখন সূর্য তিন মিটার পরিমাণ উপরে উঠে।
দুই ঈদের সালাতের সময় :	যোহরের সালাতের সময়ই, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।
জুমুআর সালাত :	খুতবার পূর্বে দুই রাক‘আত।
ঈদের সালাত :	খুতবার পরে দুই রাক‘আত।
ঈদের সালাতে তাকবীর সংখ্যা :	চারটি।
জানাযার সালাতে তাকবীর সংখ্যা :	প্রথম রাক‘আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচটি।
ঈদের সালাতে নেই কোন :	আযান, ইকামত, র–কূ‘ ও সাজদাহ।
জানাযার সালাতে নেই কোন :	আযান ও ইকামত।

ثالـــثا
آداب وفضائل وأذكار

অধ্যায় তৃতীয়
আদব, ফাযায়েল ও যিকির

আদব ও ফাযায়েল : أ- آداب وفضائل

١- إفشاء الســـلام

১। (সালাম প্রচার) :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.

আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে জিজ্ঞেস করল : ইসলামে কোন ‘আমলটি সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, মানুষকে খানা খাওয়ানো এবং চেনা–অচেনা সকলকে সালাম দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

٢- البشاسة والإبتسامة وحسن الخلق

২। প্রফুলণ্ঢতা, মুচকি হাসি ও সুন্দর ব্যবহার

٣- الأكل باليمين والشرب باليمين.

৩। ডান হাতে খাওয়া ও পান করা।

لحديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بسماله ولا يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله وشرب بشماله. (رواه مسلم)

উমর ইবনে আবু সালামাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, হে ছেলে! বিসমিলণ্ঢাহ বল এবং ডান হাতে খাবার খাও। তোমার সামনে থেকে খাবার গ্রহণ কর। (বুখারী, মুসলিম)
ইবনে উমর রাহ. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : তোমাদের কেউ যাতে বাম হাতে পানাহার না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। (মুসলিম)

৪। (মসজিদে প্রবেশের দু‘আ)

٤- دعاء دخول المسجد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رواه مسلم وانظر صحيح الجامع وأبو داود.

٥- الدعاء بعد الأذان

৫। (আযানের দুআ)

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ولفضيفة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

٦- الحرص على الإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار.

৬- পিতা–মাতা, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, ছোট ও বড়দের প্রতি সদ্ব্যবহার।

٧- التخلق بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها.

৭। শরিয়ত নির্ধারিত আখলাক গ্রহণ করা।

الصدق، الأمانة، العفاف ، الحياء، الشجاعة، الكرام، الوفاء، مساعدة ذوي الحاجة.

যেমন– সততা, আমানতদারি, যাচঞা, না করা, লজ্জা, বীরত্ব, দয়া, অঙ্গীকার রক্ষা করা ও অভাবী মানুষের সাহায্য–সহযোগিতা করা।

ফাযায়েলে কুরআন : فضل القرآن

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ارؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা তা কিয়ামত দিবসে তিলাওয়াতকারীর জন্যে সুপারিশকারী হবে। (মুসলিম)

تعاهد القرآن والتحذير من نسيانه

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও ভুলে যাওয়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন :

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. (متفق عليه)

আবূ মূসা রা. কর্তৃক বর্ণিত; নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন: তোমরা কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হও। কসম সে সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন; কুরআনে কারীম রশিতে বাঁধা উটের চেয়েও বেশি ছুটে যেতে চায়। (বুখারী, মুসলিম)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وأن أطلقها ذهبت. متفق عليه.

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন : কুরআন মুখস্থকারীর দৃষ্টান্ড় রশিতে বাঁধা উটের ন্যায়। তার প্রতি খেয়াল রাখ হলে ধরে রাখা যায়। আর অসতর্ক হলে পালিয়ে যায়।

যিকির– আযকার : ب- أذكار مشروعة

১। (সকাল-সন্ধ্যার যিকির) ١- أذكار الصباح والمساء

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول : إذا أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل : أللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني.

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম সাহাবীগণকে যিকির শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের কেউ সকালে উপনীত হলে এই দু’আ পাঠ করবে–

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

আর বিকালে উপনীত হলে পড়বে-

اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ লিল আলবানী)

٢- من أذكار النوم : قراءة المعوذتين وآية الكرسي وقول : بأسمك اللهم أموت وأحيا. البخاري و مسلم.

২। ঘুমের সময় দু‘আ : সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসী ও এই দু‘আ باسمك اللهم أموت وأحيا (বুখারী মুসলিম)

٣- أذكار الاستيقاظ من النوم :

৩। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু‘আ :

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . البخاري ومسلم

৪। টয়লেটে প্রবেশের দু’আ :

٤- دعاء دخول الخلاء

بسم الله اللهم أعوذبك من الخبث والخبائث. البخاري ومسل

٥- دعاء دخول الخلاء.

৫- টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু‘আ :. غفرانك

أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي

٦- أذكار بعد الصلاة :

أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم.

৬। সালাতের পর দু‘আ :

أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك الصلا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (মুসলিম)

من سبح الله دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر. صحيح سنن أبي داود للألباني.

যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানালণ্ঢাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল- াহ, ৩৩ বার আল- াহু আকবার এবং নিগোক্ত দু’আ পাঠ করে একশত বার পূর্ণ করে,

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হলেও আলণ্ঢাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। (সহীহ সুনানে আবু দাউদ- আলবানী)

অনুশীলনী : تقويم الباب

١- صل من الفقرة (أ) بما يناسبها من الفقرة (ب)

১। (أ) অংশের বাক্যের সাথে (ب) অংশের উপযুক্ত বাক্য মিলাও।

(ب)	(أ)
اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمداً لوسيلة.	* دعاء دخول المسجد. মসজিদে প্রবেশের দু‘আ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.	• الدعاء بعد الأذان : আযানের পরের দু‘আ
غفرانك	• دعاء دخول الخلاء: টয়লেটে প্রবেশের দু‘আ
بسم الله اللهد إني أعوذبك من الخبث ولخبائث.	• دعاء الخروج من الخلاء: টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু‘আ

٢- ضع الكلمة المناسة مما يلي في الفراغ المخصص لها.

২। নিম্নের শব্দসমূহ থেকে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করা :

أحيانا ــــ بيمينك ــــ السلام ــــ من صفات المؤمن ــــ تباركت ــــ اللهم ــــ يليك ــــ بشماله ــــ أستغفر الله.

- الحمد لله الذي .... بعد ما أماتنا وإليه النشور.
- يا غلام سم الله وكل .... وكل مما ....
- تطعم الطعام ، وتقرأ .... على من عرفت ومن لم تعرف
- الصدق، الإمانة، العفاف ، الحياء ....
- أذكار بعد الصلاة إستغفر الله ، ....، أستغفر الله، .... أنت السلام ومنك السلام، .... يا ذالجلال والإكرام.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يأكلن أحدكم........ ولا يشربن بها. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.

رابعا
قبسات من السيرة النبوية

চতুর্থ অধ্যায়
সীরাতুন নবী

প্রথম বর্ষ : مقرر السنة الأولى

প্রথম পাঠ : الوحدة الأولى

نسب الرسول صلى الله عليه وسلم

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর বংশ পরিচয় :

- هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.

তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুলণ্ডাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম।

تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأرة الهاشمية نسبه إلى هاشم وهاشم من قريش إلى عدنان.

হাশেমের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে নবীজীর বংশ হাশেমী বংশ হিসেবে পরিচিত। আর হাশেম ছিলেন কুরাইশ গোত্রের যা আদনান পর্যন্ড় পৌঁছেছে।

জন্ম : مولده صلى الله عليه وسلم

- ولد محد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل.

মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম হস্ড়ীবাহিনী ধ্বংসের বছর জন্মগ্রহণ করেন।

تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بأدية بني سعد ومكث فيها حتى السنة الرابعة أو الخامسة من عمره ووقعت له حادثة شق الصدر.

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বনী সা'দ গোত্রে লালিত–পালিত হন এবং চার অথবা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ড় সেখানেই বসবাস করেন। আর সেখানেই তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ঘটে।

مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর দুধ মাতা গণ :

স্বীয় মাতা আমেনা বিনতে ওয়াহাব	أمه آمنة بنت وهب
হালমিহ সা'দিয়াহ	حليمة السعدية
আবূ লাহাবের বাঁদী সুয়াইহাব	ثويبة جارية أبي لهب

মায়ের মৃত্যু :وفاة أمه صلى الله عليه وسلم

توفيت أمه آمنه بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة بعد زيارة قبر زوجها عبد الله في يثرب، وكان عمره صلى الله عليه وسلم ست سنوات.

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর মাতা আমেনা মদিনা মুনাওয়ারায় নিজ স্বামী আব্দুলণ্ডাহ এর কবর যিয়ারতের পর ফেরার পথে মক্কা ও মদিনার মাঝে অবস্থিত আবহাওয়া নামক স্থানে ইন্ড়েকাল করেন। তখন নবী মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানে :تحت كفالة جده وعمه

* كفله جده عبد المطلب وكان يعطف عليه كثيرا ويقدمه على أبنائه ويجلسه على فراشه حتى مات جده.

মাতা– পিতার মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব ভর গ্রহণ করেন। তিনি তাকে খুব সহ করতেন। এমনকি নিজের ছেলেদের উপরও তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। নিজের আসনে বসাতেন। দাদার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ড় তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানেই ছিলেন।

كفله بعد جده عبد المطلب عمه أبو طالب وهو في الثامنة من عمره وكان يساعد عمه في رعي الأغنام والتجارة إلى الشام.

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব নেন। তখন তার বয়স ছিল আট বছর। তিনি স্বীয় চাচাকে বকরী লালন– পালন ও শাম দেশের ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতেন।

زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وأبناؤه
খাদীজা রা. এর সাথে বিবাহ এবং সন্ড়ানাদি :

تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وهو في الخامسة والعشرين من عمره وكل أولاده منها إلا إبراهيم.

পঁচিশ বছর বয়সে খাদীজা রা. কে বিবাহ করেন। একমাত্র ইবরাহীম ব্যতীত তাঁর সব কয়টি সন্ড়ান খাদীজার থেকেই হয়েছে।

ولدت له خديجة أولا القاسم – وبه كان يكنى - ثم زينب ورقيه وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله.

কাসেম তাঁর প্রথম সন্ড়ান। এর নামেই তাঁর উপনাম আবুল কাসেম। অতঃপর যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা ও আব্দুলণ্ঢাহ এর জন্ম হয়।

مات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن وأدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم. إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر.

তাঁর ছেলের সকলেই বাল্য বয়সে মারা যান। মেয়েদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে হিযরত করার সুযোগ পান। ফাতেমা রা. ব্যতীত তাদের সকলেই নবীজীর জীবদ্দশায় মারা যান। তিনি নবীজীর ইন্ড়েকালের ছয় মাস পর মৃত্যু বরণ করেন।

صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
নবুওয়্যাত পূর্ব গুণাবলি :

صائب الفكرة، سديد الرأي، أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، عفيفا، كريما، بارا، وأفي العهد، أمينا حتى سماء قومه. الأمين.

তিনি ছিলেন চিন্ড়ায় সটিক, সিদ্ধান্ড়ে নির্ভুল, ব্যক্তিত্বে অনন্য, চরিত্রে শ্রেষ্ঠতর, প্রতিবেশী হিসেবে অতি মর্যাদাবান, সহনশীলতায় সুমহান, সত্যবাদিতায় মহত্ত্বর। সচ্চরিত্র, বদান্যতা, পুণ্যকর্মা, প্রতিশ্র“তি রক্ষা ও বিশ্বস্ড়তায় অনুপম আদর্শ। এসব গুণে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় জাতি তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করে।

بدء الوحي ونزوله عليه صلى الله عليه وسلم

ওহী নাযিলের সূচনা :

كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء في مكة المكرة.

তিনি মক্কায় অবস্থিত হেরা গুহায় 'ইবাদত করতেন।

نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي لما تكامل له أربعون سنة التي لها تبعث الرسل.

নিয়মানুযায়ী চলিশ্চশ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

أول ما نزل جبريل بالوحي من عند الله تعالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

জিবরাইল আ. আল- াহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে অবতরণ করেন।

أول ما نزل عليه قوله تعالى : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) (سورة العلق)

সর্ব প্রথম সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয় : যার অর্থ– পাঠ কর"ন, আপনার পালন কর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর"ন, আপনার পালনকৃত মহা দয়ালু। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক:১-৫)

প্রথম অনুশীলনী : تقويم الوحدة الأولى

১- اذكر نسب الرسول صلى لله عليه وسلم .

১। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর বংশ পরিচয় উলেণ্ডখ কর।

২- متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

২। নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কখন জন্মগ্রহণ করেন?

৩- من مرضعتا النبي صلى الله عليه وسلم غير أمه؟

৩। নবীজীর মা ব্যতীত অন্য দু'জন দুধ-মার নাম উলেণ্ডখ কর?

৪- من هي أمه صلى الله عليه وسلم ومتى توفيت؟

৪। নবীজীর মায়ের নাম কি? তিনি কখন মারা যান?

٥- اختر الإجابة الصحيحة من الفقرة (ب) مع ما يناسبها من الفقرة (أ) وضع تحتها خطأ.

(أ)	(ب)
توفيت آمنة بنت وهب:	• بالأبواء. • في مكة. • في المدينة.
كفله صلى الله عليه وسلم	• عمه أبو طالب. • جده عبد المطلب • بنو سعد.
تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة وهو في:	• الرابعة والعشرين. • الخامسة والعشرين من عمره. • السادسة والعشرين.
أدركت الوفاة بناته كلهن في حياته إلا :	• زينب. • فاطمة. • أم كلثوم • رقية.
كان يتعبد رسول الله في غار :	• حراء. • ثور. • بيته.
نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي لما تكامل له:	• ثلاثون سنة. • أربعون سنة. • خمس وأربعون سنة.

৫। (أ) অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক শব্দটি (ب) অংশ হতে নির্ণয় করে তার নীচে দাগ দাও।

(أ)	(ب)
আমেনা বিনতে ওয়াহাব মারা যান :	• আবহাওয়ায় • মক্কায় • মদিনায়
মা মারা যাওয়ার পর নবীজীর লালন– পালনের দায়িত্ব নেন:	• চাচা আবু তালিব • দাদা আব্দুল মুত্তালিব • বনী সা'দ
তিনি খাদীজা রা. কে বিবাহ করেন :	• ২৪ বছর বয়সে

	• ২৫ বছর বয়সে • ২৬ বছর বয়সে
নবীজীর জীবদ্দশায় একজন ব্যতীত তাঁর সকল মেয়ে মারা যান। তিনি হচ্ছেন :	• যয়নব • ফাতেমা • উম্মে কুলসুম • রু‍কাইয়্যা
রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইবাদত বন্দেগি করতেন :	• হেরা গুহায় • ছাওর গুহায় • নিজ বাড়িতে
তাঁর উপর ওহি অবতীর্ণ হয়:	• ত্রিশ বছর বয়সে • চলি‍শ বছর বয়সে • পঁয়তালি- শ বছর বয়সে

٦- اذكر بعض صفاته صلى الله عليه وسلم.

৬। তাঁর (নবীজীর) কতিপয় গুণাবলি উলে‍খ কর।

٧- ما أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟

৭। নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনে কারীমের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়?

দ্বিতীয় পাঠ : الوحدة الثانية

দাওয়াতের আদেশ:الأمر بالدعة إلى الله تعالى

أمر الله تعالى خاتم رسله وأنبيائه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى الإســلام، قال تعالي : يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) . (سورة المدثر)

আল- াহ তাআলা সর্বশেষ নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচারের আদেশ করেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেন, হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! ওঠ এবং সতর্ক কর।

গোপনে দাওয়াত :الدعوة سرا

امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وأخذ يدعو الناس إلى الأسلام سرا، لكي لا يثير عداوة قريس، وبدأ بأهله وأصدقائه، وكانت زوجه خديجة رضي الله عنها، أول من آمن بدعوته إلى الإســلام وكان أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن الصبيان علي بن أبي طالب

رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى لخديجة رضي الله عنها.

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ যথাযথ পালন করেন এবং গোপনে গোপনে মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে শুর ু করেন। যাতে করে কুরাইশদের বিরোধিতা প্রকট না হয়। তিনি সর্বপ্রথম আপন পরিবার– পরিজন ও বন্ধু-বর্গকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম খাদীজা রা. তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন। পুর ুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক রা. ছোটদের মধ্যে আলী ইবনে আবূ তালিব রা. এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারেসা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খাদিজা রা. এর ক্রীতদাস ছিলেন।

استمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو من حوله سرا للإسلام مدة ثلاث سنوات وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم أحد سادة قريش الذين أسلموا ليجتمع فيها مع أصحابه.

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তিন বছর পর্য ন্ড় তার নিকটস্থ লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচারে গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। তিনি দার ুল আরকাম তথা কুরাইশ নেতা আরকাম ইবনে আবূ আরকামের বাড়িটি মুসলমানদের সম্মেলনস্থল হিসেবে নির্বাচিত করেন।

প্রকাশ্যে দাওয়াত : الجهر بالدعوة

ثم أمر الله تعالى : النبي صلى اللع عليه وسلم بإعلان الدعوة على الناس قال تعالى : فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. (سورة الحجر)

অতঃপর আল- াহ তাআলা প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের আদেশ করলেন– ইরশাদ হচ্ছে, “অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।” (সূরা হিজর : ৯৪)

وأنذر عشيرتك الأقربين. (الشعراء:২১৪)

“আপনি নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর ুন।” (সূরা শু‘আরা : ২১৪)

امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، ودعا عشيرته والمقربين له إلى اجتماع عند جبل الصفا. ثم أخبرهم بأنه قد جمعهم ليبلغهم رسالة ربه، بترك عبادة الأصنام وأن يعبدوا الله وحده. فقام من بين الحاضرين عمه أبو لهب غاضبا وقال له : تبالك ؟ لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه فيه وفي زوجته أم جميل: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) (سورة المسد)

আল- াহ তাআলার আদেশ পেয়ে নবী মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাঁর নিকটতম আত্মীয়– স্বজনদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত করেন। অতঃপর তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এক আলণ্ঢাহর 'ইবাদত করতে আহ্বান করেন। সমবেত লোকদের মধ্য থেকে তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল: তোমার ধ্বংস হোক, এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছে? এর প্রেক্ষিতে আলণ্ঢাহ তাআলা আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল সম্পর্কে সূরা মাসাদ (লাহাব) অবতীর্ণ করেন : "আবূ রাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন–সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (সূরা মাসাদ : ১-৫)

ঠাট্টা–বিদ্রূপ : مرحلة الاستهزاء

كان المشركون يستهزؤن بالرسول صلى الله عليه وسلم فحينا يقولون عنه إنه مجنون وساحر، وحينا يقولون عنه شاعر وكاهن .. وكانوا يحذرون الناس من مقابلته أو الاستماع إليه، ويضعون الأشواك في طريقه ويلقون الأوساخ عليه وهو يصلي.

মুশরিকরা নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে বিভিন্ন উপায়ে উপহাস করত। কখনো কখনো তাকে পাগল ও যাদুকর বলত। আবার কখনো বলত কবি ও গণক। অগান্তুক লোকদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অথবা কথা শুনতে বাধা দিত। তাঁর চলাচলের রাস্ড়ায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত এবং সালাতরত অবস্থায় তাঁর উপর ময়লা–আবর্জনা নিক্ষেপ করত।

নির্যাতন নিপীড়ন : مرحلة التعذيب

كان المشركون يعذبون عبيدهم الذين أسلموا أشد العذاب. فكانوا يقيدونهم ويلقونهم على رمال الصحراء المحرقة وقت الظهيرة، ويضعون الصخور الثقيلة على صدورهم، ويضربونهم بالسياط، ويكو ونهم بالنار ولم يترك الكشركون نوعا من أنواع الإيذاء إلا فعلوه بالمسلمين.

মুশরিকরা তাদের মুসলিম গোলামদের উপর কঠিন নির্যাতন চালাতো। তাদেরকে হাত– পা বেঁধে ভর দুপুরে উত্তপ্ত বালুকারাশিতে শুইয়ে দিত এবং ভারী পাথর দ্বারা তাদের বুক চাপা দিত এবং ছড়ি দ্বারা প্রহার করত ও অগ্নি সেঁকা দিত। নির্যাতনের এমন কোন পদ্ধতি নেই যা তারা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করেনি।

ধৈর্য ও অবিচল : الصبر والثبات على دين الله

كان المسلمون يقابلون كل تلك القسوة والتعذيب من قبل المشركين بالصبر والثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالثبات على الشدائد طمعاً في ثواب الله والجنة فمن أولئك الذين تحملوا أذى المشركين بلال بن رباح وعمار بن ياسر، وغيرهما رضي الله عنهم، وتحت تأثير عذاب المشركين مات ياسر وسمية، وهما أول شهيدين في الإسلام رضي الله عنهما.

মুসলমানগণ মুশরিকদের সকল নির্যাতন ও নিপীড়ন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতেন। কেননা নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাদেরকে সাওয়াব ও জান্নাত লাভের আশায় বিপদে ধৈর্য ধারণ ও অনড় থাকার পরামর্শ দেন। মুশরিকদের নির্যাতন ভোগ করেছেন এমন কয়েকজন উলেণ্টখযোগ্য সাহাবী হলেন : বিলাল ইবনে রাবাহ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রমুখ রা.। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ইয়াসির ও সুমাইয়া রা. ইসলামের ইতিহাসে এরাই সর্বপ্রথম শহীদ।

দ্বিতীয় পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الثانية

١- أكمل الفراغات التالية بما يناسبها

১। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ...... و ....، وكانت زوجه .... رضي الله عنها .... من آمن بدعوته إلى الإســلام وكان أول من به من الرجال .... رضي الله عنه ومن الصبيان .... رضي الله عنه، ومن الموالي .... رضي الله عنه، وكان مولى لخديجة رضي الله عنها.

كان من الذين تحملوا أذى المشركين ...... بن رباح و ....بن ياسر، وغيرهما رضي الله عنهم وتحت تأثير عذاب المشركين مات .... و .... ، وهما أول في الإســـلام رضي الله عنهما.

٢- بما ذا كان يقابل المسلمون قسوة وتعذيب المشركين لهم؟

২। মুসলমানগণ কীভাবে মুশরিকদের নির্যাতন ও নিপীড়ন মোকাবিলা করতেন?

٣- ماذا كان يقول المشركون لرسول الله حينما يدعوهم للإســلام؟

৩। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইসলারেম দাওয়াত দিলে মুশরিকরা তাঁকে কি বলত?

٤- كم استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟

৪। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কতদিন গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন?

٥- اذكر الآية التي أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة.

৫। প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের নির্দেশ সংবলিত আয়াত কোনটি?

مقرر السنة الثانية. দ্বিতীয় বর্ষ

الوحدة الثالثة . তৃতীয় পাঠ

الهجرة إلى الحبشة . হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত

أمر الرسول أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة شفقة عليهم من إيذاء المشركين المستمر لهم، وكان سبب أختيارها ملجأً للهجرة، لأن مكلها النجاشي كان عادلا رحيما، ولم يكن من المشركين وخرج أول فوج من المهاجرين خفيفة، ودون أن تشعر بهم قريس. وكانو عشرة رجال وأربع نساء وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة.

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কাফেরদের অনবরত নির্যাতনের কারণে সাহাবাগণের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে হাবশাতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। হাবশার বাদশা নাজ্জাশী ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন বলে হাবশাকেই হিজরতের জন্যে মনোনীত করা হল। নাজ্জাশী মূর্তিপূজারী ছিলেন না। নবুয়্যাতের পঞ্চম বছর মুহাজিরদের প্রথম এ দলে ছিলেন দশ জন পুর ুষ ও চার জন মহিলা। তারা কুরাইশদের অজান্েড় চুপিসারে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

وبعد مدة لحق بهم مهاجرون آخرون، حتى بلغ عددهم جميعا نحواً من مائة رجل وأمرأة وطفل، فأكرمهم النجاشي وأحسن معاملتهم، وأقاموا عنده آمنين.

কিছুদিন পর আরো একটি মুহাজির দল তাদের সাথে মিলিত হলেন। পুর ুষ, মহিলা, শিশু সহ তাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় একশো জন। বাদশা নাজ্জাশী তাদের সম্মান দেন। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং সেখানে নিরাপদে বসবাস করার অনুমতি দেন।

الذهاب إلى الطائف. তায়েফ গমন

انتهزت قريش فرصة وفاة أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وتطاولت على إيذائه أكثر من ذي قبل. في ظل تلك الظروف الصعبة التي مرت بالنبي رأى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطائف لعله يجد عنه أهلها النصرة والمنعة إلا أنه لم يجد إلا السخرية والإساءة، ورجموه بالحجارة فعاد إلى مكة.

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর আশ্রয়দাতা চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুকে কুরাইশরা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। তার উপর নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে সহযোগিতা ও আশ্রয় পাওয়ার আশায় তিনি তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু সেখানে উপহাস ও দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তারা রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে পাথর নিক্ষেপ করে আহত করে। ফলে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন।

عرض النبي نفسه على القبائل

বিভিন্ন গোত্রের নিকট রাসূলের উপস্থিতি:

أخذ يعرض نفسه على القبائل التي تحضر لمكة في موسم الحج، ويدعوها للإسلام لحمايته من أعدائه، والدفاع عن دعوته.

রাসূল সাল- লল- হু আলাইহি ওয়া সাল- লম হজের মৌসুমে মক্কায় আগত বিভিন্ন গোত্রের নিকট দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষা ও দাওয়াতের নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা কামনা করেন।

غير أن القبائل لم تستجب له، لأن قريشاً كانت تحذرها منه وتبعدها عنه ولكن حدث أن ستة رجال من يثرب اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام سرا خوفا من قريش.

তবে কোন গোত্রই এতে সাড়া দিল না। কারণ, কুরাইশরা তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে তার নিকট হতে দূরে রাখার কৌশল অবলম্বন করে। ইত্যবসরে মদীনার নেতৃস্থানীয় ছয়জন লোক রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কুরাইশদের ভয়ে গোপনে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

وعندما عاد أولئك الرجال إلى بلدهم أخذوا يحدثون الناس عن الإسلام وما رأوه من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته.

তারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে মানুষের সাথে ইসলাম সম্পর্কে এবং রাসূল সাল- লল- হু আলাইহি ওয়া সাল- লম এর চরিত্র ও দাওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

وعمل أولئك النفر على نشر الإسلام بين أهل يثرب فاعتنقه كثيرة منهم.

এবং মদীনাবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। ফলে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আকাবার প্রথম বাইয়াত: بيعة العقبة الأولى

في موسم الحج سنة ١٢ من النبوة خرج اثنا عشر رجلا من يثرب، وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى بمنى، وبايعوه وسميت تلك البيعة بيعة العقبة الأولى، وبعث الرسول معهم عند عودتهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليتلو عليهم القرآن ويعلمهم الدين.

নবুয়্যাতের দ্বাদশ বছর হজ্জের মৌসুমে বার জন লোক মদীনা হতে বের হয়ে মিনাতে আকাবার প্রথম বাইআতের সময় রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর সাথে দেখা করে এবং বাইয়অতে অংশ গ্রহণ করেন। এ বাইয়াতকে ইসলামের ইতিহাসে 'আল আকাবাতুল উলা' প্রথম বাইয়াত বলা হয়। মদীনায় ফিরে যাবার সময় রাসূল তাদের সাথে মুস'আব ইবনে উমায়ের রা. কে কুরআন তিলাওয়াত এবং দ্বীন শিখানোর জন্য পাঠান।

আকাবর দ্বিতীয় বাইয়াত: بيعة العقبة الثانية

وفي موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة العام التالي لبيعة العقبة الأولى خرج من أهل يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان قاصدين مكة للحج، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في منى، حتى لا تراهم قريش، وبايعوه بحضور عمه العباس وأبي بكر وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وتعرق هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية، تعهدوا فيها بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال والأرواح، وقالوا له : إنهم يرحبون بهجرته إلى بلدهم ليكون في حمايتهم.

আকাবর প্রথম বাইয়াতের পরবর্তী বছর নবুয়্যাতের তেরোতম বছর হজের মৌসুমে সত্তুর জন পুর ুষ, দুই জন মহিলা মক্কার উদ্দেশ্যে হজ পালনের লক্ষ্যে মদীনা হতে রওয়ানা হন এবং কুরাইশদের অগোচরে গোপনে মিনাতে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন যাতে করে কুরাইশরা না দেখে। আর তারা সকলে রাসূলের চাচা আব্বাস, আবূ বকর এবং আলী ইবনে আবু তালিবের উপস্থিতিতে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াতকে ইসলামের ইতিহাসে 'আল-আকবাতুস সানীয়াহ' বলা হয়। এতে তারা জান–মালের বিনিময়ে রাসূল স. কে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। তারা তাঁকে এ মর্মে আশ্বস্ড় করলেন যে, তিনি যদি তাঁদের দেশে তাঁদের নিরাপত্তায় হিজরত করেন তাহলে তারা স্বাগত জানাবেন। রাসূলের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে তাদের দেশে হিজরত করাকে স্বাগত জানানো হবে।

الهجرة وقرار الخروج من مكة
হিযরত ও মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ড়:

أرادت قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم فشلوا وحفظه الله تعالى منهم.

কুরাইশরা রাসূল সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয় এবং আলণ্ঢাহ তাআলাকে তাকে হেফাযত করেন।

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وقد أعمى الله الكفار، فلم يروه، ومضى حتى التقى بصديقه أبي بكر خارج مكة وسارا معاً حتى وصلا غارا في جبل ثور فاختفيا فيه مدة ثلاثة أيام بلياليها، وكان عبد الله بن أبي بكر ينقل إليهما أخبار قريش، وأخته أسماء تنقل إليهما الطعام والماء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار واتجها صوب يثرب.

রাসূল সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম স্বীয় ঘর থেকে বের হন এবং আলণ্ঢাহ তাআলা কাফেরদের চক্ষু অন্ধ করে দেন যাতে তারা রাসূল সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে দেখতে না পারে। তিনি চলতে চলতে মক্কার বাইরে স্বীয় বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর তারা উভয়ে এক সাথেই পথ চলা আরম্ভ করেন। ‘সওর’ নামক পাহাড়ে পৌঁছে একটি গুহায় তিন দিন পর্যন্ড় আত্মগোপন করেন। আব্দুলণ্ঢাহ বিন আবূ বকর রা. তাদের নিকট কুরাইশদের সংবাদ পৌঁছাতেন এবং তার বোন আসমা খাদ্য ও পানীয় পৌঁছাতেন। তারপর নবী করীম সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ও তার সঙ্গী গুহা হতে বের হন এবং ইয়াসরিব (মদীনা) অভিমুখে যাত্রা শুর“ করেন।

ইয়াসরিবে (মদীনা) নতুন অধ্যায়ের সূচনা :مرحلة جديدة في يثرب

وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وأسس أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء في المدينة المنورة.

রাসূল সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম মদীনায় পৌঁছে তাকওয়ার ভিত্তিতে ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে মদীনা শরীফে এ মসজিদটি “মসজিদে কু’বা” নামে পরিচিত।

أول عمل وأول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد النبوي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

মদীনাতে রাসূলুলণ্ঢাহ সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হচ্ছে মসজিদে নববী নির্মাণ এবং মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। প্রথম কাজ ও সর্বপ্রথম পরিকল্পনা যা রাসূল সাল- লল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম নির্ধারণ করেন, তা ছিল মসজিদে নববী নির্মাণ এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

তৃতীয় পাঠ পর্যালোচনা : تقويم الوحدة الثالثة

١- صل بخط من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من الفقرة (ب)

(أ)	(ب)
* خرج أول فوج من المهاجرين إلى :	المدينة

* في بيعة العقبة الأولى كان عدد المبايعين:	ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان.
* في بيعة العقبة الثانية كان عدد المبايعين	إثنا عشر رجلا.
* هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلي:	الحبشة.
* كان عدد المهاجرين إلى الحبشة أول مرة:	نحوا من مائة رجل وامرأة وطفل.
لحق بالمهاجرين إلى الحبشة آخرون بلغ عددهم:	عشرة رجال وأربع نساء

১। রেখা টেনে (أ) অংশক (ب) অংশের উপযুক্ত শব্দের সাথে মিলাও ঃ

(أ)	(ب)
মুহাজিরদের প্রথম দল হিজরত করেছিল.....	মদীনায়
আকাবার প্রথম বাইয়াতে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা ছিল	৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা
আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে বাইয়াত গ্রহণকারী সংখ্যা ছিল.....	১২ জন পুরুষ
মহনবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম আবু বকরকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন	হাবশায়
প্রথমবার হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল......	১০০ জন পুরুষ, একজন মহিলা ও একটি শিশু
হাবশায় পরবর্তীতে যারা হিজরত করে পূর্বের মুহাজিরগণের সাথে মিলিত হন তাদের সংখ্যা....	১০ জন পুরুষ ও চাওযুন মহিলা

٢- متى كانت أول هجرة إلى الحبشة؟

২। হাবশায় প্রথম হিজরত কখন হয়?

٣- من الذين بعثة رسول الله إلى يثر ليدعو الناس إلى الإسلام؟

৩। রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম মদীনায় ইসলাম প্রচারের জন্যে কাকে প্রেরণ করেছিলেন?

٤- ما سبب اختيار الحبشة دارا للهجرة؟

৪। হিজরতের জন্যে হাবাশা দেশকে নির্বাচন করা হল কেন?

٥- ما أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى يثرب؟

৫। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কোন কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

٦- متى كانت بيعة العقبة الأولى؟

৬। আকাবর প্রথম বাইয়াত কখন হয়?

الوحدة الرابعة : চতুর্থ পাঠ

مرحلة الدفاع : প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ

(أ) غزوة بدر الكبرى . ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ

قافلة أبي سفيان আবূ সুফিয়ানের কাফেলা .

حديث أن قافلة لقريش كانت عائدة من الشام إلى مكة بتجارة عظيمة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرها، عزم على الاستيلاء عليها نظير ما استولى عليه أهل مكة من أموال المهاجرين.

কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী দল সিরিয়া থেকে বিশাল বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে মক্কা প্রত্যাবর্তন করছে মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল- াহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এ ব্যাপারে অবগত হলে উক্ত সম্পদ দখল করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। কারণ ইতিপূর্বে মক্কা বাসীরা মুহাজিরদের সম্পদ দখল করে নিয়েছিল।

ولما علم أبو سفيان، رئيس القافلة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من يخبر قريشا بالأمر فخرجت قريش لحماية القافلة ولكن أبا سفيان كان قد تمكن من الهرب بقافلته ونجا.

দলপতি আবূ সুফিয়ান রাসূল স. এর সংকল্পের কথা জানতে পেরে এক লোককে কুরাইশদের নিকট পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ দানের জন্য পাঠালেন। সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা বাণিজ্যিক কাফেলা রক্ষার্থে দ্র“ত বের হয়ে আসল। এদিকে আবূ সুফিয়ান আগেই কাফেলা সহ পলায়ন করতে সক্ষম হয় এবং বেঁচে যায়।

وطلب من قريش الرجوع إلى مكة، إلا أن أشراف قريش وعلى رأسهم أبو جهل أصروا على قتال المسلمين، وواصلوا سيرهم نحو المدينة بجيش قوامه حوالي ألف مقاتل.

কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যেতে চাইল কিন্তু কুরাইশ নেতারা বিশেষত আবূ জাহেল মুসলমানদের বির“দ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিল এবং প্রায় এক হাজার যোদ্ধার একটি সেনাদল মদীনাভিমুখে পাঠাল।

الإذن بالقتال . যুদ্ধের অনুমতি

لما ازداد طغيان المشركين على المسلمين، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم بقوله تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) (البقرة : 190)

মুসলমানদের বির—দ্ধে মুশরিকদের নির্যাতন যখন অসহনীয় পর্যায়ে বেড়ে গেল আলণ্ডাহ তাআলা তখন আপন রাসূলকে তাদের বির—দ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। আলণ্ডাহ বলেন : " যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তোমরা আলণ্ডাহর পথে তাদের বির—দ্ধে যুদ্ধ কর। অবশ্য কারো প্রতি বাড়বাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল- াহ সীমা লঙ্ঘন কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারাহ : ১৯০)

خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإستشارة ومعه حوالي ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا من المهاجرين والأنصار لقتال المشركين.

নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম পরামর্শ করে মুহাজির ও আনসারগণের নিয়ে গঠিত প্রায় তিন শত সতের জনের একটি সেনাদল নিয়ে মুশরিকদের বির—দ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে বের হলেন।

في ١٧ رمضان من السنة الثانية للهجرة تلاقى الجيشان في بدر، ودارت هناك غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين انتصارا عظيما.

হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাযান বদর নামক স্থানে উভয় দল মুখোমুখি হয় এবং সেখানেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা মহা বিজয় লাভ করেন।

غنم المسلمون غنائم كثيرة، قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وقد قتل من المشركين في تلك الغزوة سبعون، وأسر منهم سبعون آخرون، وكان عدد قتلى المسلمين أربعة عشر شهيدا.

এ যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক গনিমতের সম্পদ লাভ করেন। রাসূলুলণ্ডাহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাদের মাঝে সেগুলো বণ্টন করে দেন। এ যুদ্ধে মোট সত্তুর জন মুশরিক নিহত হয় এবং সত্তুর জন বন্দী হয় আর মুসলমানদের শহীদের সংখ্যা মাত্র চৌদ্দজন।

(ب) غزوة أحد : উহুদ যুদ্ধ

إستعداد قريش للأخذ بالثأر :কুরাইশদের প্রতিশোধ প্রস্তুতি

بعد أن رجعت قريش إلى مكة حزينة على ما أصابها من هزيمة منكرة ومن قتل كثير من زعمائها، خافت من تهديد المسلمين لتجارتها، اجتمع رؤساؤها وتشاوروا وعزموا على الأخذ بالثأر وظلت قريش مدة سنة تستعد لجمع الأموال والرجال ودعوة حلفائها من القبائل المجاورة لمساعدتها وأعدت جيشا كبيرا يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان.

বদর যুদ্ধে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় এবং নিজেদের বড় বড় নেতা হারিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ড় হৃদয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের ব্যবসা–বাণিজ্য

মুসলমানদের পক্ষ হতে হুমকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করে। ফলে তারা পূর্ণ এক বছর যাবৎ সৈন্য ও সম্পদ সঞ্চয় এবং প্রতিবেশী গোত্রীয় মিত্রদেরকে সহায়তা প্রদানের আহ্বান সহ জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজারের অধিক একটি বিশাল সেনাদল গঠন করে।

উহুদ অভিমুখে যাত্রা . الخروج إلى أحد

لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوم قريش، خرج لمحاربتهم في جيش ضم نحو ألف مقاتل من المهاجرين والأنصار، ونزل بساحة في سفح جبل أحد، ونظم جيشه، جاعلا الجبل خلفه لحمايته، كما أنه أوقف الرماة على الجبل وراءه للدفاع عن الجيش وأمرهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما حدث.

নবী আকরাম সাল-লাল-হু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর নিকট কুরাইশদের আগমন বার্তা পৌঁছোলে তিনি মুহাজির ও আনসার নিয়ে গঠিত এক হাজার যোদ্ধার একটি বিশাল সেনাদল নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য বের হন এবং উহুদ পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থান গ্রহণ করেন। পাহাড় পিছনে রেখে তিনি সৈন্যদের সুসংগঠিত ও বিন্যস্ড় করেন। যে কোন পরিস্থিতিতে স্থান ত্যাগ না করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন।

بداية النصر ومخالفة الرماة

প্রাথমিক বিজয় ও তিরন্দাজদের দায়িত্বে অবহেলা :

كان النصر في بداية المعركة للمسلمين وتراجع المشركين، حينها انشغل المسلمون بجمع الغنائم، وترك الرماة أماكنهم طمعا في تلك الغنائم.

ঐ যুদ্ধের শুর ভাগে মুসলমানদের জয় হল এবং মুশরিকরা পিছু হটল। কিন্তু মুসলিম তীরান্দাজগণ গনিমতের মাল সংগ্রহণ করতে গিয়ে স্বীয় স্থান ত্যাগ করে বসলেন।

التفاف المشركين وانتهاز الفرصة

মুশরিকদের জড়ো হওয়া ও সুযোগ গ্রহণ :

انتهز الكفار هذه الفرصة، واحتلوا موقع الرماة، ورشقوا المسلمين بالنبال من خلفهم، فاختلت صفوفهم، وأعاد الكفار هجومهم، فقتل كثير من المسلمين، منهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بجروح في وجهه وأسنانه.

কাফেররা এ সুযোগে তীর নিক্ষেপের স্থানগুলো দখল করে নিল এবং মুসলমানদের পিছন দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। যার কারণে মুসলমানদের কাতার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এতে অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে শহীদগণের সরদার হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. ছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর মুখমন্ডল এবং দন্ড় মুবারক আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

وقد وقعت معركة أحد يوم السبت، الخامس عشر من شهر شوال من العام الثالث للهجرة النبوية الشريفة.

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সনের তৃতীয় বছর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ রোজ শনিবার।

চতুর্থ পাঠ পর্যালোচনা: تقويم الوحدة الرابعة

١ – صل بخط من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من الفقرة (ب)

(أ)	(ب)
* كانت عزوة بدر الكبرى في:	* في ١٥ شوال من السنة الثالثة للهجرة
* كان عدد قتلى المشركين في بدر:	* أربعة عشر شهيدا.
* كانت غزوة أحد في :	* في ١٩ رمضان من السنة الثانية للهجرة.
* كان عدد قتلى المسلمين في بدر :	* سبعون رجلا.
* كان النصر العظيم في بدر:	* للمسلمين.
* قتل أبو جهل في غزوة :	* أحد.
* استشهد حمزة بن عبد المطلب في غزوة :	* بدر.
* كان عدد المسلمين في بدر :	* ألف مقاتل.
* كان عدد الكفار في أحد :	* ثلاثمائة وبضعة عشر.
* كان عدد المسلمين في أحد :	* ثلاثة آلاف مقاتل.
* كان عدد المشركين في بدر :	* ألف مقاتل من المهاجرين والأنصار.

(أ) অংশকে (ب) অংশের উপযুক্ত শব্দের সাথে মিলাও :

(أ)	(ب)
বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে	হিজরী তৃতীয় বছর ১৫ শাওয়াল
বদর যুদ্ধে মুশরিকদের নিহতের সংখ্যা	চৌদ্দ জন শহীদ
উহূদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে	তৃতীয় হিজরী ১৭ শাওয়াল
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা	সত্তুর জন
বদর যুদ্ধে মহান বিজয় হয়েছে	উহূদ

আবূ জাহল নিহত হয়েছে	মুসলমানদের
যে যুদ্ধে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব শহীদ হয়েছেন সেটি :	বদর
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল	১০০০ যোদ্ধা
উহূদ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল	৩১০ এর অধিক
উহূদ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল	৩০০০ যোদ্ধা
বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল	মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে ১০০০ যোদ্ধা

٢- بين أسباب وقوع كل مما يلي

২। নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেকটির কারণ বর্ণনা কর

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ	غزوة بدر الكبرى .
উহূদ যুদ্ধ	غزوة أحد.
মুসলমানগণের বিজয়	نسر المسلمين في بدر
উহূদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়	هزيمة المسلمين في أحد .

পঞ্চম পাঠ : الوحدة الخامسة

খন্দকের যুদ্ধ : (ج) غزوة الخندق (الأحزاب)

غدر اليهود ومراد القريش

ইয়াহুদীদের প্রতিশ্র"তি ভঙ্গ ও কুরাইশদের ষড়যন্ত্র :

أرادت قريش أن تقضي على المسلمين في المدينة النبوية وكان السبب المباشر لهذه الغزوة هو أن اليهود الذين طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لغدرهم وكيدهم وحقدهم على المسلمين، قد ذهبوا إلى مكة، وأخذوا يحرضون قريشاً على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووعدوهم بالمال والسلاح.

কুরাইশরা মদীনার মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে চাইল। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ: মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসাত্মক আচরণের কারণে যে সব ইয়াহুদীদের রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম মদীনা হতে তাড়িয়ে দেন তারা মক্কায় কুরাইশদের দলভুক্ত হয়। কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করার প্রেরণা জোগায় এবং তাদেরকে জনবল, টাকা–পয়সা ও অস্ত্র–শস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার প্রতিশ্র"তি দেয়।

جمع الأموال وتحريض القبائل :

ধন সম্পদ একত্রিকরণ এবং বিভিন্ন গোত্রকে উৎসাহ প্রদান

ومن ثم فقد قام أهل مكة بجمع الأموال، ودعوا القبائل والأحزاب الموالية لهم من عرب ويهود، فتجمع لديهم جيش يزيد على عشرة آلاف مقاتل سار به أبو سفيان قاصدا المدينة لحرب المسلمين والقضاء عليهم وكان ذلك في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة.

ইয়াহুদীদের পরামর্শ অনুসারে মক্কা বাসী ধন–সম্পদ জোগাড় করতে আরম্ভ করল। কুরাইশরা ও ইয়াহুদীরা তাদের স্বীয় গোত্র ও মিত্রদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানাল। পঞ্চম হিজরীতে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের নিশ্চিহ্ন করা।

النبي يستشير أصحابه وسلمان يشير بحفر الخندق

সাহাবীদের সাথে মত বিনিময় ও সালমান–এর পরিখা খননের পরামর্শ প্রদান :

عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما عزمت عليه قريش، استشار أصحابه فيما يجب أن يعمل فأجمعوا على أن يبقى المسلمون بالمدينة للدفاع عنها، ولما كانت المدينة مكشوفة عند مدخلها من الجهة الشمالية فقد أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق في تلك الجهة يحول دون دخول الأعداء للمدينة فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة سلمان.

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কুরাইশদের প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর করণীয় নির্ধারণে সহাবাগণের সাথে পরামর্শ করেন। তারা সিদ্ধান্ড় করেন মুসলমানগণ মদীনায় অবস্থান করে প্রতিরোধ করবে। মদীনার উত্তর পার্শ্বের সীমান্ড় অরক্ষিত থাকায় সালমান ফারসী রা. মদীনায় দুশমনদের প্রবেশে বাধাগ্রস্ড় করার লক্ষ্যে উত্তর পার্শ্বে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম সালমান ফারসী রা. এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

وبدأ المسلمون في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم حتى تم حفره في خمسة عشر يوماً، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع النساء والأطفال في الحصون وتجمع جيش من المسلمين يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل لمحاربة المشركين والدفاع عن المدينة.

মুসলমানগণ পরিখা খনন আরম্ভ করেন এবং রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম নিজেই মুসলমানগণের সাথে যখন কাজে অংশগ্রহণ করেন। পনেরো দিনের মধ্যে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম মহিলা ও শিশুদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। এক হাজারেরও বেশি মুসলিম যোদ্ধা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং মদীনা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হন।

কাফের সেনাদের অবস্থান : عسكر المشركين

أما جيش المشركين فقد اضطر أن يعسكر خارج المدينة على مقربة من الخندق لأن خيولهم لم تستطع اجتيازه إلا قليلا، ثم ولت منهزمة بعد مقتل فرسانها، عند ما وافق يهود بني قريظة فتح الجهة التي كانت تحميها حصونهم أمام الأحزاب لمهاجمة المسلمين من الخلف، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود، الذي لم تعلم قريش واليهود بإسلامه أن يوقع بينهما وقد نجح في مهمته.

মুশরিক সৈন্যরা পরিখার অদূরে মদীনার বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। কেননা তাদের অশ্বগুলো পরিখা অতিক্রম করতে পারেনি। অতঃপর তাদের অশ্বারোহীরা নিহত হলে অন্যরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এ সময় পিছন দিক থেকে মুসলমানদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যে বনু কুরাইযার ইয়াহুদীরা তাদের নিরাপত্তা বিধানকারী দুর্গগুলোর ফটক উন্মুক্ত করতে সম্মত হল। নুয়াইম বিন মাসউদ রা. যার ইসলাম গ্রহণের খবর কুরাইশ ও ইয়াহুদীরা জানত না তাকে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অনুমতি দেন। তিনি উক্ত কাজে সফল হন।

আলণ্ঢাহর সৈনিক: جنود الرحمن

ومضى شهر والمدينة محاصرة، وذات ليلة مظلمة من ليالي الشتاء الشديدة البرد هبت عواصف اقتلعت خيام المشركين وبعثرت قدورهم ومتاعهم ، ورمتهم بالحصى والرمال، وقذف الله في قلوبهم الرعب.

এক মাস পর্যন্ড় মদীনা অবর“দ্ধ ছিল। প্রচ- শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রিতে প্রবল বাতাস ও তুফান প্রবাহিত হল এতে মুশরিকদের তাবু ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন হল এবং তাদের হাড়ি পাতিল সহ যাবতীয় সরঞ্জাম ল–ভ– হয়ে গেল এবং তাদের উপর মর“ভূমির পাথর ও বালূ বর্ষিত করা হল। আর আলণ্ঢাহ তাআলা তাদের অন্ড়রে ভীতি সঞ্চার করলেন।

فامتطى أبو سفيان جمله وفر هارباً، وتبعه جنوده، وهكذا انتهت غزوة الخندق أو الأحزاب بفشل المشركين وهربهم من أرض المعركة.

আবূ সুফিয়ান তার উটে আরোহন করল এবং দৌড়ে পলায়ন করল। অন্যান্য সৈন্যরাও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করল। এভাবে মুশরিকদের ব্যর্থতা ও রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের মাধ্যমে আহযাব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।

وصدق الله حيث يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) (الأحزاب)

আলণ্ঢাহ তাআলা সত্যিই বলেছেন: “হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আলণ্ঢাহর নিয়া’মতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্র“বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বির“দ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর আলণ্ঢাহ তা দেখেন।” (সূরা আহযাব : ৯)

হুদাইবিয়ার সন্ধি : صلح الحديبية

عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة السادسة للهجرة على أن يذهب إلى مكة معتمرا لا يريد حربا، وخرج معه ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصار، ولما وصلوا الحديبية نزلوا بها محرمين وعلمت قريش بذلك، وأقسمت أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من دخول مكة.

যষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম উমরা করার লক্ষ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। এ সফরে তাঁর যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা ছিল না। চৌদ্দ শত আনসারী ও মুহাজির সাহাবী তাঁর সফরের সাথি হন। যখন তারা হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন সকলে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় অবতরণ করেন। কুরাইশরা এ সংবাদ জানতে পেরে শপথ কল যে, তারা নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ও তার সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض معهم على أنه ما جاء لقتالهم، بل جاء للعمرة والحج، فقبلوا التفاوض.

রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম উসমান রা. কে কুরাইশদের নিকট এ খবর দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা হননি। বরং তারা শুধুমাত্র উমরার উদ্দেশ্যেই মক্কায় প্রবেশ করতে চান। তারপর তারা আলোচনায় বসার জন্য সম্মত হয়।

وبدأت المفاوضات التي انتهت بصلح يعرف باسم صلح الحديبية، تم فيه الاتفاق على أن يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم عمرته إلى العام المقبل، وأن تقف الحرب بينهما مدة عشر سنوات، وأن يسمح للقبائل أن تنضم إلى أي فريق تختاره، فانضمت خزاعة للمسلمين، وانضم بنو بكر لقريش. ولما انتهى عقد الصلح، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه، وتبعه المسلمون ثم عادوا إلى المدينة المنورة.

আলোচনা আরম্ভ হলে তা সন্ধির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এ সন্ধিকেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়। সিদ্ধান্ড় হয় রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তার উমরা পালনকে এক বছর পিছিয়ে দেবেন এবং দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। আর যে কোন গোত্র তাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন দলের অন্ড়র্ভুক্ত হতে পারবে। এ চুক্তির ফলে খোযাআ’ গোত্র মুসলমানদের সাথে মিলিত হল এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিলিত হল। সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল সাল- াল- াহু

আলাইহি ওয়া সাল-াম পশু জবেহ করেন এবং মাথা মুড়িয়ে ফেলেন। মুসলমানগণ তাঁর অনুকরণ করেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন।

পঞ্চম পাঠের অনুশীলনী : تقويم الوحدة الخامسة

١- صل بخط من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من الفقرة ر(ب)

(أ)	(ب)
* كان صلح الحديبية في السنة :	الخامس للهجرة.
كانت غزوة الخندق في السنة :	السادسة للهجرة .
* أذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقع بين قريس واليهود :	عثمان بن عفان .
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ليتفاوض معهم.	نعيم بن مسعود
انضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة:	بنو بكر.
انضم إلى قريش قبيلة:	خزاعة.

(ب) অংশের সঠিক উত্তরটি (أ) অংশের সাথে মিলিয়ে লেখ :

(أ)	(ب)
হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় :	পঞ্চম হিজরীতে
খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় :	ষষ্ঠ হিজরীতে
রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইয়াহুদী ও মুশরিকদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যে পাঠান;	উসমান ইবনে আফ্ফানকে
কুরাইশদের সাথে আলোচনার জন্যে পাঠান :	নুয়াইম ইবনে মাসউদকে
রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর সাথে যে গোত্র মিলিত হয় সেটি হচ্ছে–	বনু বকর
কুরাইশদের সাথে যে গোত্র মিলিত হয় তা হচ্ছে :	খুযা‘আ

١- من صفات اليهود الغدر والخيانة والحقد والكيد
كيف عرفت ذلك من دراستك لغزوة الخندق؟

১। ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় দোষ হলো : গাদ্দারী, খিয়ানত, হিংসা ও চক্রান্ড়।
খন্দকের যুদ্ধ অধ্যয়ন করে তুমি তা কীভাবে বুঝতে পারলে।

الوحدة السادسة : ষষ্ঠ পাঠ

فتح مكة : মক্কা বিজয়

استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع كثيرا من نشر دعوته بين القبائل بعد صلح الحديبية، ذلك أن عدد المسلمين قد ازداد خلال عام وقد حدثت خلال تلك الفترة أن اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء المسلمين.

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী আকরাম সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বিভিন্ন গোত্রে তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচী অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে এক বছরের মাথায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেল। এরই মাঝে কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বনু বকর মুসলমানদের মিত্র কবীলায়ে খুযা'আর উপর আক্রমণ করল।

وهذا يعني أن قريشا وحلفاءها قد نقضوا شروط صلح الحديبية.

এর অর্থ দাঁড়াল করাইশ এবং তার মিত্ররা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করল।

ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضباً شديداً وأعد جيشا كبيرا لفتح مكة قوامه عشرة آلاف مقاتل.

নবী আকরাম সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম এ সংবাদ পেয়ে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হন এবং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশ হাজার যোদ্ধার একটি বিশাল সেনাদল গঠন করেন।

وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة وعند ما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أرسلت زعيمها أبا سفيان ليعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب تثبيت الصلح وإطالة مدته.

তখন ছিল হিজরী অষ্টম বর্ষের রমাযান মাস। এদিকে কুরাইশরা নবী আকরাম সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর মক্কাভিমুখে অভিযানের সংবাদ পেয়ে তাদের নেতা ও মুখপাত্র আবূ সুফিয়ানকে ক্ষমা প্রার্থনা, সন্ধি চুক্তি বলবৎ এবং চুক্তির মেয়াদ আরো বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে নবী আকরাম সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর নিকট প্রেরণ করেন।

لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار لأنهم خانوا العهد.

নবী করীম সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাদের ক্ষমার আবেদন নাকচ করে দিলেন। কেননা তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

لم يجد أبو سفيان مفرا إلا أن يسلم فأسلم ، ثم سار ذلك الجيش حتى شارف مكة فلما رأى أهل مكة ذلك الجيش الضخم، استسلموا، ودخل النبي والمسلمون مكة فاتحين منتصرين.

আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ ভিন্ন বাঁচার আর কোন উপায় না দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সেনাদল (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে মক্কার কাছাকাছি আসলে মক্কাবাসী বিশাল দল দেখে আত্মসমর্পণ করে। আর নবী আকর সাল- লাল- াহু

আলাইহি ওয়া সাল- াম মুসলমানগণকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশ করেন।

طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، وحطم ما حولها من الأصنام بعصاً في يده، وهو يقول كما علمه ربه (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) سورة الإسراء : 81)

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বাইতুলণ্ঢাহর তাওয়াফ করেন এবং নিজ হাতের ছড়ি দ্বারা কা'বার আশেপাশে রাখা সকল প্রতিমা ভেঙে চুরমার করে দেন। আর স্বীয় রবের শেখানো আয়াত পাঠ করতে থাকেন, যার অর্থ :
"বল: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা ইসরা : ৮১)

ثم خطب صلى الله عليه وسلم بالناس، وأعلن أن مكة حرم آمن، وأن الله تعالى قد أحلها له وحده ساعة من النهار، ولن تحل لأحد بعد ذلك أبداً.

অতঃপর নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ঘোষণা করেন মক্কা পবিত্র ও নিরাপদ। আলণ্ঢাহ তাআলা শুধুমাত্র তাঁর নবীর খাতিরেই কিঞ্চিৎ সময়ের জন্যে (যুদ্ধ) হালাল করেছেন। তাঁরপর আর কারো জন্যে কখনো হালাল করা হবে না।

ثم التفت إلى الذين اجتمعوا حوله وقال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء ودخل الناس في دين الله أفواجا ونزل قوله تعالى :
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) (سورة النصر)

এরপর সমবেত মক্কা বাসীর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন: আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব বলে তোমাদের ধারণা? তারা বলল: সহানুভূতিশীল, উদাহরণ ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ। আপনি মহৎ মহানুভবের ভ্রাতুষ্পুত্র। নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন : তোমরা সকলেই মুক্ত। এরপর মানুষ দলে দলে আলণ্ঢাহর দ্বীনের অন্ডর্ভুক্ত হতে লাগল। আল- াহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন: "যখন আল- াহর সাহায্য ও বির্জ আসবে এবং আপনি মানুষকে আলণ্ঢাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (সূরা নাসর : ১-৩)

حجة الوداع: বিদায় হজ্জ

في السنة العاشرة للهجرة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للذهاب معه إلى مكة، لأداء فريضة الحج وتعلم مناسكها.

দশম হিজরী সনে নবী সাল- লল- হু আলাইহি ওয়া সাল- লম মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে হজব্রত পালন ও হজের আহকাম শিক্ষা গ্রহণ করতে মক্কা যাবার আহ্বান জানা।

استجاب له نحو مائة ألف، خرجوا معه إلى مكة في الخامس والعشرين من ذي القعدة وعندما وصلوا الكعبة طافوا بها ثم خرجوا إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وبعدها اتجهوا إلى جبل عرفات في اليوم التاسع وهناك وقف الرسول، وألقى خطبته الخالدة التي بين فيها تعاليم الدين الإسلامي ومناسك الحج وتلا على المسلمين قول الله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورة المائدة : 3)

তাঁর আহ্বানে এক লক্ষের মত লোক সাড়া দিল। তাঁরা যুলকা'দাহ্ মাসে পঁচিশ তারিখ তাঁর সাথে মক্কা পানে বের হন। বাইতুলল্লাহতে পৌঁছে প্রথমে তওয়াফ করেন। অতঃপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এরপর নয় তারিখ জাবালে আরাফাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। রাসূল সাল- লল- হু আলাইহি ওয়া সাল- লম সেথা অবস্থান করেন এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক অমর ভাষণ দান করে তাদেরকে ইসলামী বিধি–বিধান ও হজের আহকাম শিক্ষা দেন এবং আলল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করে শুনান: "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

পরম সুহৃদ সান্নিধ্যে : إلى الرفيق الأعلى

في العام التالي بعد حجة الوداع، مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى، ورقد بيت زوجته عائشة رضي الله عنها.

বিদায় হজ্জ পরবর্তী বছর নবী আকরাম স. জ্বরাক্রান্ড় হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রিয় সহধর্মিণী আয়েশা রা. এর ঘরে শয্যা গ্রহণ করেন।

بعد أن اشتد عليه المرض، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه في يوم الإثنين ١٢ ربيع الأول سنة ١١ هـ وهو في الثالثة والستين من عمره.

পরে রোগের তীব্রতা বাড়লে হিজরী একাদশ সনের ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে স্বীয় প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে যান।

حزن المسلمن لوفاة الرسول حزنا شديدا وبكوا، ولكن أبا بكر وقف بينهم خطابا، وقال لهم من كان يعبد محمدا فإنّ محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا عليهم قوله تعالى: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) (سورة آل عمران : 144)

রাসূল সু. এর তিরোধানে মুসলমানগণ যার পর নাই শোকাহত হন এবং খুব ব্যথিত হন। এ পরিস্থিতিতে আবু বকর রা. ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন : যাঁরা মুহাম্মাদের উপাসনা করত তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ আজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আলণ্ঢাহর ‘ইবাদত করে, নিশ্চয় আলণ্ঢাহ তাআলা চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না। এরপর নিণোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : “আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ কিছু নন। তার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরন করবে? বস্তুত: কেউ যদি পশ্চাদপসরন করে, তবে তাতে আল- াহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আলণ্ঢাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।” (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)
পশ্চাদপসরন করে, তবে তাতে আলণ্ঢাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আলণ্ঢাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।

ষষ্ঠ পাঠের অনুশীলনী : تقويم الوحدة السادسة

١- صل بخط من الفقرة (أ) مع ما يناسبها من الفقرة (ب)

* توفي النبي صلى في :	* السنة العاشرة للهجرة.
* كانت حجة الوداع في :	* السنة الثامنة للهجرة .
* كان فتح مكة هو :	* السنة الحادية عشرة للهجرة.
* سبب فتح مكة هو:	* أبا سفيان.
* أرسلت قريش لإطالة وتثبيت الصلح:	* اعتداء بني بكر على خزاعة .
* حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام وهو يقول:	* إذا جاء نصر الله والفتح.
* بعد وفاة الرسول تلا أبو بكر قوله تعالى :	* اليوم أكملت لكم دينكم....
* في فتح مكة نزل قوله تعالى :	* قل جاء الحق وزهق الباطل...
* في حجة الوداع تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى	* وما محمد إلا رسول ..

(أ) অংশে বর্ণিত বাক্যের সাথে (ب) অংশের উপযুক্ত বাক্যটি সংযুক্ত কর :

(ب)

(أ)

নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইহ্ধাম ত্যাগ করেন	হিজরী দশম সনে
বিদায় হজ সংঘটিত হয়	হিজরী অষ্টম সনে
মক্কা বিজয় হয়	হিজরী দ্বাদশ সনে
মক্কা বিজয়ের কারণ....	আবু সুফিয়ান
হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বহাল ও মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে পাঠান	বনু বকর কর্তৃক কবীলায়ে খুযা‘আর উপর আক্রমণ
নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম প্রতিমা ভেঙে চূর্ণ–বিচূর্ণ করা কালীন পাঠ করছিলেন	إذا جاء نصر الله .... যখন আল- াহর সাহায্য ও বিজয় আসবে
রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর ইন্তিকালের পর আবু বকর রা. তিলাওয়াত করেন...	اليوم أكملت لكم.... আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম........
মক্কা বিজয় প্রাক্কালে অবতীর্ণ হয় :	قل جاء الحق .... বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে...
বিদায় হজে রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তিলাওয়াত করেন।	وما محمد إلا رسول .... মহাম্মদ রাসূল বৈ অন্য কিছু নন.....

خامسا
أحاديث مختارة
পঞ্চম পাঠ
নির্বাচিত হাদীস

তায়াম্মুম : التيمم

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. (متفق عليه)

আম্মার বিন ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম আমাকে্ কেটি কাজে কোথাও পাঠান। সেখানে আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। কোথাও পানি না পেয়ে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি করি। রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর নিকট পৌঁছে বিষয়টি জানাই। এ কথা শুনে রাসূল বলেন, দু'হাত দ্বারা এভাবে করাই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি দু'হাত দ্বারা একবার মাটিতে আঘাত করে বাম হাত দ্বারা ডান হাত ও হাতের কব্জির উপরিভাগ ও চেহারা মাসেহ করেন। (বুখারী, মুসলিম)

নফল সালাত : صلاة النوافل

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه.

আব্দুল- াহ বিন উমর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর সাথে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত পরে দু'রাকআত, জুমুআর পর দু'রাক'ত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত এবং ইশার পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করছি।

(বুখারী, মুসলিম)

وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة، ففي بيته. في لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে– মাগরিব, ইশা এবং জুমুআর নফল (সুন্নত) ঘরে পড়তেন। বুখারীতে অন্য একটি বর্ণনায় ইবনে উমর রা. বলেন, হাফসা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম সুবহে সাদেকের পর সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। সেটি এমন একটি মুহূর্ত ছিল যখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করতাম না।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ : تحية المسجد

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. (متفق عليه)

আবু কাতাদা হারেছ বিন রিবয়ী আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেন: তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত সালাত আদায় না করে বসবে না। (বুখারী, মুসলিম)

সালাতুল কুসূফ . صلاة الكسوف

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا؛ فصلوا، وادعوا الله؛ حتى ينكشف ما بكم. (متفق عليه)

আবূ মাসঊদ 'উকবাহ বিন আমর আল আনসারী আল বদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন . নিশ্চয়ই চন্দ্র ও সূর্য আল- াহ তাআলার নিদর্শণাবলরি মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তিনি এত দু ভয়ের মাধ্যমে আপন বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না। তোমরা এ জাতীয় কিছু দেখলে সালাত ও দু'আয় নিমগ্ন হয়ে যাবে যতক্ষণ না তা দূরীভূত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

সালাতুল ইসতিসকা . صلاة الاستسقاء

عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. في لفظ : أتى المصلى. (متفق عليه)

আবদুলণ্ঢাহ বিন যায়েদ বিন আসেম মাযিনী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইসতিসকা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন এবং চাদর উল্টিয়ে পরিধান করলেন। অতঃপর উচ্চ আওয়াযে কিরাআত পাঠ করলেন। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে তিনি ময়দানে বের হয়ে আসলেন। (বুখারী, মুসলিম)

অঙ্গীকার পূর্ণকরণ . الوفاء بالوعد

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (متفق عليه) وزاد في رواية لمسلم وغن صام وصلى وزعم أنه مسلم.

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন . "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, আর যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, যদিও সে সিয়াম পালন করে। সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

ভয় ও আশা . الخوف والرجاء

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله، عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني - والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة - ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا، تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إليّ يمشي، أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وأنا معه حين يذكرني.

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন . আল- াহ তাআলা ইরশাদ করেন, বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে সে রূপ আচরণ করে থাকি এবং সে যেখানে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি। আলণ্ঢাহর শপথ, তোমাদের কেউ নির্জন প্রান্ড়রে স্বীয় হারিয়ে যাওয়া জন্তু ফিরে পেলে যেরূপ আনন্দিত হও আলণ্ঢাহ তাআলা বান্দার তাওবা দ্বারা এর চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। এক হাত অগ্রসর

হলে আমি এক কায়া পরিমাণ অগ্রসর হই। আর হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার কাছেই থাকি।

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে বলতে শুনেছি, যখন কোন ব্যক্তি আপন ঘরে প্রবেশ করা কালীন এবং খাবার সময় আলণ্ডাহকে স্মরণ করে, শয়তান তার সহচরদের বলে . আজি তোমাদের ভাগ্যে রাতের খাবার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা নেই। আর যদি আলণ্ডাহকে স্মরণ না করে তখন বলে তোমাদের রাতের খাবার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। (মুসলিম)

সত্যবাদিতা . الصدق

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه.

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় সত্যবাদিতা নেক 'আমলের দিক নির্দেশনা দেয় আর নেক 'আমল জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে, এক পর্যায়ে তার নাম আলণ্ডাহর নিকট সিদ্দীক তথা মহা সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ড় নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে তার নাম এক পর্যায়ে আলণ্ডাহর নিকট "কাযযাব" তথা অধিক মিথ্যাবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

কুরআনের ফযীলত . فضل القرآن

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. (رواه مسلم)

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ডাহ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেন, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কিয়ামত দিবসে তার অনুসারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন . যে কুরআন পড়ে এবং যে অভিজ্ঞ তার অবস্থান লেখার কাজে নিয়োজিত সম্মানিত পূত পবিত্র ফেরেশতাদের সাথে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করে ঠেকে ঠেকে তিলাওয়াত করে সে দ্বিগুণ সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. (متفق عليه)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেছেন . একামাত্র দু' ধরনের ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি যাকে আলণ্ঢাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর সে দিন রাত তা অধ্যয়নে ব্যস্ড় থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আলণ্ঢাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন আর সে দিন রাত (আলণ্ঢাহর পথে) ব্যয় করে। (বুখারী, মুসলিম)

কতিপয় আদব : آداب

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في لفظ لمسلم. فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ : من توضأ.

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ ওযু করলে যেন নাকে পানি প্রবেশ করায়, অতঃপর ঝেড়ে ফেলে। আর যে পাথরের মাধ্যমে ইস্ডিঞ্জা করতে চায় সে যেন বেজোড় সংখ্যার পাথর ব্যবহার করে। (তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হলে পানির পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে তিন বার ধুয়ে নিবে। কেননা রাতে তার হাত কোথায় ছিল তা তার জানা নেই।

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে . সে যেন নাসারন্দ্রে পানি প্রবেশ করায়। আরেকটি বর্ণনায় আছে . যে ওঐণু করার ইচ্ছা করে।

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা . العطاس والتثاؤب

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب العطاس ويكره التثاءب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فيرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. (رواه البخاري)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম বলেছেন নিশ্চয় আলণ্ঢাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিলণ্ঢাহ' বললে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উপর يرحمك الله বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর হই শয়তানের পক্ষ থেকে। কারো হাইয়ের উদ্রেক হলে সাধ্য মত দমন করার চেষ্টা করবে। কেননা হাই তুললে শয়তান তা নিয়ে হাসাহাসি করে। (বুখারী)

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل يهديكم الله يصلح بالكم. (رواه البخاري)

আবূ হুরাইরা রা. বলেন, নবী করীম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে বলবে الحمد لله (সকল প্রশংসা আল- াহ তাআলার) আর তার ভাই বা পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলবে يرحمك الله (আলণ্ঢাহ তোমার উপর দয়া কর“ন)। يرحمك الله বলা হলে সে বলবে يهديكم الله ويصلح بالكم আলণ্ঢাহ তোমাদের হিদায়েত দান কর“ন এবং তোমাদের অন্ড়র পরিশুদ্ধ কর“ন। (বুখারী)

অনুমতি প্রার্থনা . الاستئذان

عن ربعي بن خراش قال: حدثنا رجل من بنى عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أأدخل فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم ، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

রিবয়ী বিন হিরাশ বর্ণনা করছেন, বনী আমেরের এক লোক আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম কে নিকট ঘরে অবস্থান কালে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন أألج؟ অর্থাৎ আমি কি ভিতরে প্রবেশ করব? রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম আপন খাদেমকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে অনুমতি প্রার্থনার নিয়মাবলি শিক্ষা দিয়ে তাকে বলতে বলে : السلام عليكم أأدخل؟ আসসালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? তখন সে লোক বললেন, السلام عليكم أأدخل؟ নবী আকরাম সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। (বিশুদ্ধ সনদে আবূ দাউদ)

من المراجعة والمصادر

১- القرآن الكريم كتاب الله تعالى	
২- مختصر صحيح البخاري	للإمام أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي
৩- مختصر صحيح مسلم	تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ
8- رياض الصالحين	للحافظ أبي زكريا يحى بن شرف النووي
৫- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد	تأليف لشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
৬- الأصول الثلاثة	لمحمد بن سليمان رحمه الله
৭-أذكار اليوم والليلة	لمساحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
৮- حصن المسلم	تأليف الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحصاني
৯- فقه السـنة	للسيد سابق
১০- الرحيق المختوم	للأستاذ صفي الرحمن المبارك فوري
১১- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام	للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي

তথ্যপঞ্জী :

নং	কিতাবের নাম	লেখক
১	আল– কুরআনুল কারীম	
২	মুখতাসার সহীহুল বুখারী	ইমাম আহমদ বিন আব্দুল লতীফ যাবাইদী
৩	মুখতাসার সহীহ মুসলিম	শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ
৪	রিয়াযুস সালিহীন	হাফেয আবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী
৫	ফাতহুল মাজীদ শরহে কিতাবুত তাওহীদ	শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ
৬	আল উসূলুস সালাছাহ	মুহাম্মদ বিন সুলাইমান রহ.
৭	আযকারুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ	শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন
৮	হিসনুল মুসলিম	শায়খ ড. সায়ীদ বিন ওয়াহাফ আল কাহতানী
৯	ফিকহুস সুন্নাহ	সায়্যেদ সাবেক
১০	আর রহীকুল মাখতুম	উস্তাদ সফীউর রহমান আল–মুবারকপুরী
১১	উমাদাতুল আহকাম	ইমাম হাফেয আব্দুল গণী মুকাদ্দাসী

সমাপ্ত